International Labour Organization

Supported by Switzerland

বিদেশফেরত কর্মীদের
সংগ্রাম, সংযোগ ও ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES - BILS
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ - বিল্‌স

বিদেশফেরত কর্মীদের সংগ্রাম, সংযোগ ও ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

পরামর্শে

সাকিল আখতার চৌধুরী
যুগ্ম-মহাসচিব, বিল্‌স

কোহিনুর মাহমুদ
পরিচালক, বিল্‌স

এসকে মোজাফ্‌ফর আলী মুসা
জেলা সভাপতি, বিজেএসডি

সমন্বয়ে

মাহবুবুর রহমান মজনু
আহ্বায়ক, TU–CSO Forum, যশোর

এ. এন. এম. ফজলুল হাদি সাব্বির
আহ্বায়ক, TU–CSO Forum, ফরিদপুর

মাহসিন হামুদা
ন্যাশনাল প্রোগাম অফিসার, আইএলও

মোঃ ওসমান গনী
প্রকল্প সমন্বয়কারী, বিল্‌স

গল্প সংগ্রহে

সুমাইয়া নাসরীন
কেইস স্টোরি লিড, জিপিএডি

সময়কাল
২০২৬

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
৮/এ/ক, রাজ্জাক ভিলা, ধানমন্ডি ১৩, ঢাকা ১২০৯
ই-মেইল: office@bilsbd.org, ওয়েবসাইট: www.bilsbd.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-BILS এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-ILO এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত "Enhancing Knowledge and Capacities of Trade Unions for Inclusive and Sustainable Reintegration of Returnee Migrant Workers" শীর্ষক প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে এই কেস স্টোরি বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। বইটিতে যশোর ও ফরিদপুর জেলার বিদেশফেরত কর্মীদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, তাঁদের সংগ্রাম, ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা এবং সংযোগ তৈরীতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

এই প্রকাশনা তৈরিতে সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-ILO এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশফেরত কর্মীদের অধিকার, প্রয়োজন ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাঁদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই পুনরেকত্রীকরণের সুযোগ সম্প্রসারণে সহযোগিতা করার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা যশোর ও ফরিদপুরের সকল বিদেশফেরত কর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা নিজেদের জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা, প্রতিকূলতা, প্রত্যাশা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। তাঁদের সাহস, অধ্যবসায় ও নতুনভাবে জীবন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এই বইয়ের মূল প্রেরণা। আমরা আশা করি, তাঁদের অভিজ্ঞতা অন্য বিদেশফেরত কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

এ ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন-CSO ফোরামের সদস্য, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, সিভিল সোসাইটি সংগঠনের প্রতিনিধি, স্থানীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবক এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের সহযোগিতা, সমন্বয় ও সেবা সংযোগের প্রচেষ্টা বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজন চিহ্নিত করা এবং তাঁদের উপযুক্ত সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এবং এই বই প্রস্তুত ও প্রকাশের কাজে দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য BILS-এর নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকবৃন্দ, সহকর্মী এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলের প্রতিও আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ট্রেড ইউনিয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা বিদেশফেরত কর্মীদের অধিকার ও প্রয়োজন সম্পর্কে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সিভিল সোসাইটি সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাঁদের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই পুনরেকত্রীকরণে সহায়তা করতে পারে। এ লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন-CSO ফোরাম এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিদেশফেরত কর্মী ফোরামের মাধ্যমে কর্মীদের চিহ্নিতকরণ, তথ্য প্রদান, প্রয়োজনীয় সেবার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং রেফারেল-পরবর্তী ফলোআপের গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, এই কেস স্টোরিগুলো বিদেশফেরত কর্মীদের বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি তৈরির পাশাপাশি তাঁদের জন্য কার্যকর সেবা ও সহায়তা নিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে সহায়ক হবে। একই সঙ্গে এই অভিজ্ঞতাগুলো ভবিষ্যতে বিদেশফেরত কর্মীদের মর্যাদাপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই পুনরেকত্রীকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেবে বলে আমরা আশা করি।

সূচিপত্র



হতাশা থেকে আত্মনির্ভরতা:
মিঠু হোসেন শুভর ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
৯



সামাজিক বাধা পেরিয়ে আত্মনির্ভরতার পথে:
আকলিমা আক্তারের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
১৩



নিঃস্বতা থেকে নতুন আশার পথে:
আসমা বেগমের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
১৭



সব হারিয়েও নতুন করে বাঁচার চেষ্টা:
লিপি আক্তারের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
২১



ঋণের বোঝা থেকে নতুন জীবিকার পথে:
ফাতেমা বেগমের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
২৫



বেকারত্ব থেকে আত্মনির্ভরতার পথে:
মঞ্জুর এলাহীর ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
২৯



প্রতিকূলতা পেরিয়ে আত্মবিশ্বাসী নারী উদ্যোক্তা হওয়ার পথে:
নাজমা বেগমের গল্প
৩৩



প্রতিকূলতা পেরিয়ে নতুন জীবিকার সন্ধান:
রাবেয়া আক্তারের গল্প
৩৭



অনিশ্চয়তা থেকে সফল মৎস্য উদ্যোক্তা:
রাশেদুল ইসলামের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
৪১



প্রতিকূল অভিজ্ঞতা থেকে নতুন স্বপ্ন:
আমেনা খাতুনের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
৫৭



সমন্বিত সেবা, কার্যকর রেফারেল ও টেকসই পুনএকত্রীকরণ:
মোহাম্মদ আশিক সিদ্দিকীর অভিজ্ঞতা
৫৩



সমন্বিত রেফারেল থেকে বিদেশফেরত শ্রমিকদের টেকসই পুনএকত্রীকরণ:
মাহবুবুর রহমান মজনুর অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
৪৯



অনিশ্চয়তা থেকে আত্মনির্ভরতার পথে:
সাজ্জাদ হোসেনের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
৪৫



প্রতিকূলতা পেরিয়ে অন্যদের পাশে:
লিপি বেগমের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
৭৩



বিদেশফেরত থেকে অটোচালক:
নতুন জীবিকার পথে মোঃ খোকন মোল্লা
৬৯



ঋণের বোঝা থেকে নতুন জীবিকার পথে:
আব্দুল হাকিম আলমের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
৬৫



অনিশ্চয়তা থেকে নতুন জীবিকার পথে:
শেখ গিয়াস উদ্দিনের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
৬১



সমন্বিত সহায়তা, কার্যকর রেফারেল ও কার্যকর পুনএকত্রীকরণ:
এ. এন. এম. ফজলুল হাদি সাব্বিরের অভিজ্ঞতা
৮৯



অসুস্থতা থেকে নতুন জীবিকার পথে:
ইউসুফ হাসানের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
৮৫



প্রতিকূলতা পেরিয়ে আত্মবিশ্বাসী জীবনের পথে:
সালমা আক্তারের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
৮১



প্রতিকূল অভিবাসন অভিজ্ঞতা পেরিয়ে নতুন জীবিকা:
নাসিমা বেগমের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
৭৭

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিদেশফেরত কর্মীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই পুনরেকত্রীকরণের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রেফারেল সংযোগ জোরদারকরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ - BILS
সহযোগী সংস্থা: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা - ILO
প্রকল্প এলাকা: যশোর ও ফরিদপুর জেলা
প্রকল্পের মেয়াদ: ১৫ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৬

১. প্রকল্পের প্রেক্ষাপট

বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসা অভিবাসী কর্মীরা বেকারত্ব, ঋণের বোঝা, দক্ষতার ঘাটতি, জীবিকার সীমিত সুযোগ এবং সামাজিক ও মানসিক চাপসহ নানা সমস্যার মুখোমুখি হন। বিশেষ করে বিদেশফেরত নারী কর্মীদের অনেককে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে পুনরায় খাপ খাইয়ে নিতে অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়।

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনরেকত্রীকরণ-সম্পর্কিত সেবা থাকলেও অনেক বিদেশফেরত কর্মী এসব সেবা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জানেন না। কোথায় যেতে হবে, কীভাবে আবেদন করতে হবে এবং কোন প্রতিষ্ঠান তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দিতে পারে–এসব বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগের ঘাটতি তাঁদের সেবা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে।

এই পরিস্থিতিতে BILS যশোর ও ফরিদপুরে ট্রেড ইউনিয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ট্রেড ইউনিয়ন, নাগরিক সমাজ ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ছিল ট্রেড ইউনিয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যমান সেবা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুযোগের সঙ্গে যুক্ত হতে সহায়তা করা।

২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

প্রকল্পটি স্থানীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশফেরত কর্মীদের শনাক্ত করা, তাঁদের প্রয়োজন বোঝা, সঠিক তথ্য প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেয়। এ উদ্দেশ্যে জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুটি পরস্পর-সংযুক্ত ফোরাম গড়ে তোলা হয়।

প্রথম ধাপ: ফোরাম গঠন ও অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা

যশোর ও ফরিদপুরে দুটি জেলা পর্যায়ের TU-CSO Solidarity Forum এবং চারটি ইউনিয়নে Returnee Migrant Workers Forum গঠন করা হয়। জেলা পর্যায়ের ফোরামে ট্রেড ইউনিয়ন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা যুক্ত হন। ইউনিয়ন পর্যায়ের ফোরামগুলো বিদেশফেরত কর্মীদের নিজেদের সমস্যা, অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করে।

দ্বিতীয় ধাপ: সক্ষমতা বৃদ্ধি

জেলা পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং যুব ও নারী নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে পুনরেকত্রীকরণ-সম্পর্কিত সেবা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, রেফারেল পদ্ধতি এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রত্যাবাসিত অভিবাসী কর্মীদের ফোরামের সদস্যদেরও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

তৃতীয় ধাপ: সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ তৈরি

প্রকল্পটি সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন, নাগরিক সমাজ এবং বিদেশফেরত কর্মীদের যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করে। সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা, যোগাযোগের নম্বর, ঠিকানা এবং সেবা গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করা হয়।

চতুর্থ ধাপ: প্রয়োজন অনুযায়ী রেফারেল

ইউনিয়ন পর্যায়ের ফোরাম বিদেশফেরত কর্মীদের সমস্যা ও প্রয়োজন চিহ্নিত করতে এবং উপযুক্ত সেবার তথ্য পেতে সহায়তা করে। এরপর জেলা পর্যায়ের TU-CSO Solidarity Forum ও সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা প্রয়োজন অনুযায়ী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ এবং রেফারেল প্রক্রিয়া সহজ করতে সহায়তা করেন।

পঞ্চম ধাপ: সেবা গ্রহণ ও সমন্বয়

রেফারেলের মাধ্যমে প্রত্যাবাসিত অভিবাসী কর্মীরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণের সুযোগ পান। জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ফোরামগুলো তথ্য

বিনিময়, অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে।

৩. রেফারেল ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে?

প্রকল্পের রেফারেল ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পর্যায়ের ফোরাম, জেলা পর্যায়ের TU-CSO Solidarity Forum এবং সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

রেফারেল প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা:

প্রত্যাবাসিত অভিবাসী কর্মীর সমস্যা ও প্রয়োজন চিহ্নিতকরণ → ইউনিয়ন পর্যায়ের ফোরাম থেকে তথ্য ও প্রাথমিক দিকনির্দেশনা → প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন → জেলা পর্যায়ের ফোরাম ও সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ও রেফারেল সহায়তা → সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সেবা গ্রহণ → প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী যোগাযোগ ও অগ্রগতি ফলোআপ।

এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো কর্মীদের শুধু সেবার তথ্য দেওয়া নয়, বরং তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের পথ সহজ করা। তবে কোন সেবা পাওয়া যাবে, তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার শর্ত, সেবার প্রাপ্যতা এবং কর্মীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ওপর।

৪. TU-CSO Solidarity Forum-এর ভূমিকা

জেলা পর্যায়ের TU-CSO Solidarity Forum ট্রেড ইউনিয়ন, নাগরিক সমাজ এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। এর প্রধান ভূমিকা হলো:

- বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য বিদ্যমান সেবা ও সুযোগের তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ের ফোরাম থেকে উঠে আসা প্রয়োজন ও সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা।
- প্রবাসী কল্যাণ কেন্দ্র, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC), জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (DEMO), সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং প্রাসঙ্গিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করা।
- ট্রেড ইউনিয়ন ও নাগরিক সমাজের সদস্যদের রেফারেল-সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানো।
- সরকারি-বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সহযোগিতা বাড়ানো।
- নারী ও যুব প্রত্যাবাসিত অভিবাসী কর্মীদের প্রয়োজন ও অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া।

৫. ইউনিয়ন পর্যায়ের Returnee Migrant Workers Forum-এর ভূমিকা

ইউনিয়ন পর্যায়ের ফোরামগুলো বিদেশফেরত কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তার পথ তৈরি করে। এগুলো কর্মীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সেবা গ্রহণের তথ্য পাওয়ার স্থানীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।

ফোরামগুলোর মাধ্যমে কর্মীরা:

- নিজেদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সমস্যা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরতে পারেন।
- প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, ঋণ, জীবিকা ও কল্যাণমূলক সেবা সম্পর্কে তথ্য পেতে পারেন।
- কোন প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করতে হবে এবং কীভাবে সেবা চাইতে হবে, সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা পান।
- প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও জেলা পর্যায়ের ফোরামের সহযোগিতায় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
- অন্য প্রত্যাবাসিত কর্মীদের অভিজ্ঞতা থেকে সেবা গ্রহণের সুযোগ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন।

বিশেষ করে নারী ও যুব প্রত্যাবাসিত অভিবাসী কর্মীদের অংশগ্রহণ তাঁদের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরার সুযোগ বাড়ায়।

৬. রেফারেলের মাধ্যমে যেসব সেবার সঙ্গে সংযোগ তৈরি হয়েছে

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান	সম্ভাব্য সেবা ও সহায়তা
প্রবাসী কল্যাণ কেন্দ্র	কল্যাণমূলক সহায়তা, পরামর্শ ও প্রযোজ্য সহায়তার তথ্য
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	যোগ্যতা ও শর্ত অনুযায়ী ঋণ ও আর্থিক সহায়তা
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC)	কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন
সমাজসেবা অধিদপ্তর	প্রযোজ্য সামাজিক কল্যাণ ও প্রশিক্ষণ সেবা
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (DEMO)	অভিবাসন-সম্পর্কিত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবায় রেফারেল
বেসরকারি সংস্থা	দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও জীবিকায়ন সহায়তা

এই সংযোগের মাধ্যমে বিদেশফেরত কর্মীরা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত সেবা সম্পর্কে জানতে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

৭. প্রকল্পের অর্জন

প্রকল্পের আওতায় যশোরের চাঁচড়া ও আরবপুর এবং ফরিদপুরের ডিক্রিরচর ও আলিয়াবাদ ইউনিয়নে রেফারেল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

- দুটি জেলা পর্যায়ের TU-CSO Solidarity Forum এবং চারটি ইউনিয়ন পর্যায়ের Returnee Migrant Workers Forum গঠনে সহায়তা করেছে।
- ট্রেড ইউনিয়ন ও নাগরিক সমাজের জ্যেষ্ঠ, যুব ও নারী নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করেছে।
- প্রত্যাবাসিত অভিবাসী কর্মী ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ বাড়িয়েছে।
- জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে রেফারেল এবং সমন্বয়ের একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে।

৮. টেকসই পুনরেকত্রীকরণে প্রকল্পের অবদান

পুনরেকত্রীকরণ শুধু দেশে ফিরে আসার পর তাৎক্ষণিক সহায়তা পাওয়ার বিষয় নয়। এর সঙ্গে কর্মসংস্থান, আয় ও জীবিকার সুযোগ, দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মানসিক ও কল্যাণমূলক সহায়তা যুক্ত।

এই প্রকল্পে জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ফোরামগুলোর সংযোগ বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য বিদ্যমান সেবার পথ খুঁজে পেতে সহায়ক হয়েছে। একই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ও নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ স্থানীয় পর্যায়ে তাঁদের সমস্যা ও প্রয়োজন তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

এই উদ্যোগের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে নিয়মিত ফোরাম সভা, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ, রেফারেলের অগ্রগতি ফলোআপ এবং সেবা গ্রহণের পর কর্মীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে সংযোগ জোরদার করা প্রয়োজন।

উপসংহার

BILS-এর এই প্রকল্প যশোর ও ফরিদপুরে প্রত্যাবাসিত অভিবাসী কর্মীদের পপুনরেকত্রীকরণ ট্রেড ইউনিয়ন, নাগরিক সমাজ ও সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার একটি স্থানীয় কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। জেলা পর্যায়ের TU-CSO Solidarity Forum সমন্বয় ও রেফারেল সংযোগ জোরদার করেছে, আর ইউনিয়ন পর্যায়ের Returnee Migrant Workers Forum কর্মীদের প্রয়োজন চিহ্নিত করা এবং উপযুক্ত সেবার সঙ্গে যুক্ত হতে সহায়তা করেছে।

প্রকল্পের অভিজ্ঞতা দেখায়, কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থা প্রত্যাবাসিত অভিবাসী কর্মীদের জন্য বিদ্যমান সেবা পাওয়ার পথ সহজ করতে পারে। এই ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও টেকসই করতে ফোরামগুলোর ধারাবাহিক কার্যক্রম, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সেবা গ্রহণের অগ্রগতি অনুসরণ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।



হতাশা থেকে আত্মনির্ভরতা: মিঠু হোসেন শুভর ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

মিঠু হোসেন শুভ, ৩১ বছর বয়সী একজন বিদেশফেরত অভিবাসী। তাঁর বাড়ি যশোর সদর উপজেলার আরবপুর ইউনিয়নের সুজনপুর গ্রামে। তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছেন। বর্তমানে তাঁর পরিবারে ছয়জন সদস্য। বিদেশে যাওয়ার আগে তিনি পরিবারের আর্থিক দায়িত্বে সরাসরি অবদান রাখতেন না।

উন্নত জীবনের আশায় বিদেশযাত্রা

নিজের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং অর্থনৈতিকভাবে সফল হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে মিঠু ২০১৮ সালে সৌদি আরব যান। এলাকার একজন দালালের মাধ্যমে তিনি সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে বিদেশে পাড়ি জমান। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, ভালো বেতনের কাজ করে নিজের ভবিষ্যৎ গড়বেন এবং পরিবারের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। কিন্তু বিদেশে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁকে কফি শপে কাজ দেওয়ার কথা বলে মাসিক ৮০ হাজার টাকা বেতনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে তাঁকে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে মরুভূমির জমিতে কাজ করতে হয় এবং বেতন দেওয়া হতো মাত্র ৩০ হাজার টাকা। প্রতিকূল আবহাওয়া, খাবারের সমস্যা ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ২০২১ সালে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন তিনি।

দেশে ফিরে ঋণ ও মানসিক সংকট

দেশে ফিরে মিঠু কঠিন আর্থিক ও মানসিক সংকটের মুখোমুখি হন। বিদেশে যাওয়ার জন্য নেওয়া ঋণের বড় অংশ তখনো বাকি ছিল। তাঁর ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা। বিদেশে গিয়ে প্রত্যাশিত আয় করতে না পারায় ঋণ পরিশোধ এবং নতুন করে জীবিকা শুরু করা তাঁর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় এক বছর তিনি অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপের মধ্যে কাটান। কখনো কখনো পরিস্থিতি এতটাই অসহনীয় মনে হতো যে তিনি নিজেকে বোঝা ভাবতেন এবং নিজের ক্ষতি করার চিন্তাও করতেন। এই সময় তাঁর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল আয়ের একটি স্থায়ী পথ খুঁজে পাওয়া। পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা হিসেবে তিনি ছোটখাটো ইলেকট্রিকের কাজ শুরু করেন। সীমিত সুযোগের মধ্যেও কাজ চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে নতুনভাবে জীবিকা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

প্রশিক্ষণ ও সেবা সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সহায়তার সুযোগ সম্পর্কে মিঠুর আগে জানা ছিল না। BILS-এর উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি সরকারি-বেসরকারি

বিভিন্ন সেবা পাওয়ার সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপর তিনি সহায়তা পাওয়ার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর আগ্রহ ও প্রয়োজন বিবেচনায় তাঁকে ইলেকট্রিক্যাল ও সংশ্লিষ্ট কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে রেফার করা হয় টিইউ-সিএসও ফোরামের মাধ্যমে। সেখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রিকের কাজ চালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রশিক্ষণ ও সেবা সংযোগ তাঁর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে। আগে যেখানে তিনি ঋণ পরিশোধ ও জীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন, সেখানে এখন নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয় করার সুযোগ তৈরি করেছেন।

দক্ষ কর্মী থেকে উদ্যোক্তা

বর্তমানে মিঠু নিজের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন এবং পাশাপাশি ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স -সংশ্লিষ্ট কাজ করছেন। তাঁর আয় আগের তুলনায় বেড়েছে, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অন্যদের কাজের সুযোগও তৈরি হয়েছে। তবে ব্যবসা আরও বড় করার জন্য তাঁর অতিরিক্ত পুঁজি প্রয়োজন। আর্থিক সহায়তা পেলে তিনি প্রতিষ্ঠানের পরিধি বাড়াতে এবং আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে চান। ভবিষ্যতে নিজের ব্যবসাকে আরও বড় করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে তাঁর বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা নেই।

অন্য বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য তাঁর পরামর্শ

মিঠুর পরামর্শ হলো, বিদেশে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) থেকে তথ্য নিতে হবে এবং চাকরি, বেতন, ভিসা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করতে হবে। দেশে ফিরে কোনো কারণে প্রত্যাশা পূরণ না হলে হতাশ হয়ে বসে না থেকে নিজের আগ্রহ ও সক্ষমতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজে যুক্ত হতে হবে। তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল বিদেশ থেকে প্রায় খালি হাতে ফিরে আসা। আর পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে ইলেকট্রিকের কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং নিজের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। বর্তমানে তিনি নিজেকে একজন দক্ষ কর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে দেখেন।

মিঠুর অভিজ্ঞতা দেখায়, বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সঠিক তথ্য, প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং কার্যকর সেবা সংযোগ নতুন করে জীবিকা গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি করতে পারে। তাঁর বার্তা–**"এক জায়গায় হতাশ হয়ে পড়ে থাকলে হবে না। নিজের আগ্রহের খাতে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজে লেগে যেতে হবে।"**

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

নিরাপদ অভিবাসন ও সঠিক তথ্য: বিদেশে যাওয়ার আগে চাকরির শর্ত, বেতন, ভিসা ও কাগজপত্র যাচাই করতে হবে। এ বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ফোরাম ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

ট্রেড ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ফোরামের ভূমিকা: বিদেশফেরত কর্মীদের শনাক্ত করা, তাঁদের প্রয়োজন ও সমস্যা চিহ্নিত করা এবং উপযুক্ত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত করতে ইউনিয়ন ফোরাম ও ট্রেড ইউনিয়ন-সিএসও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

কার্যকর রেফারেল ও কারিগরি প্রশিক্ষণ: কর্মীদের আগ্রহ ও সক্ষমতা অনুযায়ী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে রেফার করা এবং প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সময়ে তাঁরা কাজের সুযোগ পাচ্ছেন কি না, তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

মানসিক সুস্থতা ও পুনরেকত্রীকরণ: ঋণ, বেকারত্ব ও অনিশ্চয়তার কারণে বিদেশফেরত কর্মীরা তীব্র মানসিক চাপে পড়তে পারেন। তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাউন্সেলিং, সামাজিক সহযোগিতা ও জীবিকা-সংক্রান্ত সেবা নিশ্চিত করা জরুরি।

উদ্যোক্তা উন্নয়নে পুঁজি ও পরামর্শ: কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সহজলভ্য অর্থায়ন, ব্যবসায়িক পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেতে সহায়তা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখতে পারে।

ধারাবাহিক ফলোআপ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি: রেফারেল ও প্রশিক্ষণের পর কর্মীদের আয়, ব্যবসার অগ্রগতি এবং অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। এর মাধ্যমে বিদেশফেরত কর্মীরা নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানেও অবদান রাখতে পারেন।







সামাজিক বাধা পেরিয়ে আত্মনির্ভরতার পথে: আকলিমা আক্তারের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

আকলিমা আক্তার, ৩৮ বছর বয়সী একজন বিদেশফেরত নারী অভিবাসী। তাঁর স্বামী ইয়াকুব মোল্লা। তাঁদের বাড়ি যশোর সদর উপজেলার আরবপুর ইউনিয়নের শংকরপুর গ্রামে। আকলিমা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তাঁর পরিবারে চারজন সদস্য। বিদেশে যাওয়ার আগে ভ্যানচালক স্বামীর আয়ে তাঁদের সংসার চলত।

উন্নত জীবনের আশায় বিদেশযাত্রা

দুই মেয়ের বিয়ে দেওয়া এবং পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার স্বপ্ন নিয়ে আকলিমা ২০১৮ সালে ৮৫ হাজার টাকা খরচ করে সৌদি আরবে যান। কিন্তু বিদেশে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। তাঁকে পর্যাপ্ত খাবার দেওয়া হতো না, এমনকি সন্তানদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগও দেওয়া হতো না। চুক্তি অনুযায়ী মাসিক ২২ হাজার টাকা বেতন পাওয়ার কথা থাকলেও প্রথম দুই থেকে তিন মাস তিনি কোনো বেতন পাননি। একপর্যায়ে নির্যাতন ও প্রতিকূল পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠলে তিনি বাসা থেকে পালিয়ে যান। পরে পুলিশ ও দালালের সহায়তায় ২০১৯ সালে দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে সামাজিক কটূক্তি ও অনিশ্চয়তা

দেশে ফেরার পর আকলিমাকে এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। জীবিকার ব্যবস্থা ছিল না, স্বামীর কাছ থেকেও প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাননি। বরং তাঁকে সামাজিক কটূক্তি ও স্বামীর গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর চরিত্র নিয়ে মানুষের নেতিবাচক মন্তব্য তাঁকে আরও অসহায় করে তোলে। প্রায় ছয় থেকে সাত মাস তিনি এই পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করেন। পরিবারের ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। দুই মেয়ের বিয়ে, স্কুলপড়ুয়া সন্তানদের পড়াশোনা এবং সংসারের দৈনন্দিন খরচ চালানো তাঁর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফিরে আসার পর জীবিকার কোনো পথ খুঁজে না পাওয়া ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়গুলোর একটি।

প্রশিক্ষণ ও সহায়তায় নতুন শুরুর সুযোগ

বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সহায়তার বিষয়ে আকলিমা আগে কিছুটা শুনেছিলেন, কিন্তু বিস্তারিত জানতেন না। একজন বিদেশফেরত কর্মীর মাধ্যমে তিনি বিলসের প্রকল্পের কথা জানতে পারেন। পরে তিনি বিদেশফেরত শ্রমিক ইউনিয়ন ফোরামের সাথে যুক্ত হন এবং বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে সরকারি-বেসরকারি সেবা সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপর তিনি আরআরএফ (RRF) থেকে এক মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ

করেন। ব্র্যাক থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ এবং ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে তিন দিনের প্রশিক্ষণ পান। পাশাপাশি রাইট যশোর (Right Jessore) থেকে ২০ হাজার টাকার পুঁজি ও একটি সেলাই মেশিনের সহায়তা পান। নিজের সঞ্চিত চার হাজার টাকা যুক্ত করে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। এই প্রশিক্ষণ ও সহায়তা তাঁর সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। ধীরে ধীরে তিনি নিজের উদ্যোগে আয়ের পথ তৈরি করেন এবং একটি কাপড়ের দোকান গড়ে তোলেন।

নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাস

বর্তমানে আকলিমা কাপড়ের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। আগের তুলনায় তাঁর পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তিনি এখন নিজের আয় করতে পারছেন এবং আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী বোধ করছেন। একসময় যিনি জীবিকার অনিশ্চয়তা ও সামাজিক অপমানের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন, এখন তিনি নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন। ভবিষ্যতে তাঁর ব্যবসা আরও বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে তিনি তাঁর মতো অন্য নারীদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে চান। অন্য বিদেশফেরত নারীদের উদ্দেশে আকলিমার বার্তা, কটূক্তিতে ভেঙে না পড়ে নিজের কাজ করে যেতে হবে। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও চেষ্টা চালিয়ে গেলে নতুনভাবে শুরু করা সম্ভব ।

আকলিমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা কাজে লাগিয়ে ব্যবসা শুরু করার পর। অতীতের অসহায় অবস্থার সঙ্গে বর্তমানের আত্মবিশ্বাসী আকলিমার পার্থক্য স্পষ্ট। তাঁর গল্প শুধু ব্যক্তিগতভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর নয়; এটি নারীর আত্মবিশ্বাস, উদ্যোগ ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনেরও একটি উদাহরণ।

তাঁর জীবনের শিক্ষা স্পষ্ট: **“আমরা নারী, আমরা সব পারি- আমরা এগিয়ে যাব।”**

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

ট্রেড ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ফোরামের সক্রিয় ভূমিকা: বিদেশফেরত নারী কর্মীদের শনাক্তকরণ, তাঁদের সমস্যা তুলে ধরা, অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করতে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

রেফারেল সেবার কার্যকর সংযোগ: বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, ব্যবসায়িক পরামর্শ ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে কার্যকর রেফারেল নিশ্চিত করা জরুরি।

সমন্বিত পুনরেকত্রীকরণ সহায়তা: শুধু প্রশিক্ষণ নয়, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পুঁজি, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ব্যবসায়িক পরামর্শ নিশ্চিত করতে ট্রেড ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ফোরাম এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন।

নারীবান্ধব সেবা ও সামাজিক সুরক্ষা: নির্যাতন ও সামাজিক কটূক্তির শিকার হয়ে দেশে ফেরা নারী কর্মীদের জন্য সম্মানজনক, বৈষম্যহীন ও প্রয়োজনভিত্তিক সেবা নিশ্চিত করতে ট্রেড ইউনিয়ন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্যোগী হতে হবে।

সেবা গ্রহণে ফলোআপ ও সহায়তা: রেফারেলের পর কর্মীরা প্রকৃতপক্ষে সেবা পেয়েছেন কি না, প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে পারছেন কি না এবং তাঁদের আর কী সহায়তা প্রয়োজন–তা ইউনিয়ন ফোরাম ও ট্রেড ইউনিয়নে-সিএসও ফোরামের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

টেকসই জীবিকা ও ব্যবসা সম্প্রসারণ: বিদেশফেরত নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা টেকসই করতে পুঁজি, বাজারসংযোগ ও উন্নত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ ও সমন্বয় গড়ে তোলা জরুরি।







নিঃস্বতা থেকে নতুন আশার পথে: আসমা বেগমের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

আসমা বেগম (৩৫) স্বামী মজনু মিয়া, যশোর সদর উপজেলার আরাবপুর ইউনিয়নের আরাপপুর গ্রামের বাসিন্দা। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা আসমা চার সদস্যের পরিবারের একজন। তাঁর স্বামী মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভুগছেন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য ইজিবাইক চালান। পরিবারের সীমিত আয় দিয়ে সংসারের প্রয়োজন মেটানো ছিল কঠিন। পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি, স্বামীর চিকিৎসা ও যত্ন এবং সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার আশায় আসমা বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ২০২২ সালে প্রায় আড়াই লাখ টাকা খরচ করে তিনি ওমানে গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে পাড়ি জমান। তাঁর আশা ছিল, বিদেশে কাজ করে আয় করবেন, পরিবারের আর্থিক সংকট দূর করবেন এবং একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার পর তাঁর স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার বড় ব্যবধান তৈরি হয়।

বিদেশের কঠিন কর্মপরিবেশ ও দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত

ওমানে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আসমা বেগমের জন্য মোটেও সহজ ছিল না। তাঁকে প্রচুর কাজ করতে হতো, অথচ পর্যাপ্ত খাবার ও বিশ্রামের সুযোগ পেতেন না। ভাষাগত সমস্যার কারণে নিয়োগকর্তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও অসুবিধা হতো। তিনি যে পরিবারে কাজ করতেন, সেখানে প্রায় ১৬-১৭ জন সদস্য ছিলেন। এত মানুষের কাজ সামলাতে গিয়ে তিনি দিনে মাত্র দুই থেকে তিন ঘণ্টা বিশ্রামের সুযোগ পেতেন । অতিরিক্ত কাজ, সীমিত বিশ্রাম এবং প্রত্যাশার তুলনায় কম বেতন তাঁর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। অবশেষে ২০২৩ সালে তিনি নিজেই দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। দেশে ফেরার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল না প্রত্যাশিত সঞ্চয়। বরং বিদেশ যাওয়ার জন্য ব্যয় করা প্রায় আড়াই লাখ টাকার ঋণের বোঝা এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তা ছিল। যে স্বপ্ন নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন, তা পূরণ না হওয়ায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।

দেশে ফিরে সংকট, হতাশা ও সামাজিক চাপ

দেশে ফেরার পর আসমা বেগমের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠে। পরিবারের দৈনন্দিন ব্যয় মেটানো, ঋণের চাপ সামলানো এবং দুই সন্তানের প্রয়োজন পূরণ করা তাঁর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। স্বামীর শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতির কারণে সংসারের দায়িত্বও তাঁর ওপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করে। এর পাশাপাশি তাঁকে সামাজিক নেতিবাচক মন্তব্য ও নানা ধরনের অপ্রীতিকর কথার মুখোমুখি হতে হয়। বিদেশ থেকে ফিরে আসার কারণে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা তাঁকে আরও

মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে। প্রায় দেড় থেকে দুই বছর ধরে তিনি জীবিকা ও সংসার পরিচালনার সংকট মোকাবিলা করেন। এই সময়ে নিজের ও পরিবারের জন্য নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করা ছিল তাঁর প্রধান চিন্তা। বিদেশে যাওয়ার আগে যে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা পূরণ না হওয়ায় তাঁর মনে হতাশা তৈরি হয়। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি হাল ছাড়েননি। পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যান।

বিলসের প্রকল্পের সঙ্গে পরিচয়: নতুন পথের সন্ধান

দেশে ফিরে আসমা বেগম জানতেন না যে বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিদেশে যাওয়ার আগেও এ বিষয়ে তাঁর কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। পরবর্তী সময়ে বিলসের একজন স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে একটি বৈঠকে অংশ নিয়ে তিনি বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য পরিচালিত প্রকল্প এবং বিভিন্ন সহায়তার সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন। এই পরিচয় তাঁকে নতুনভাবে ভাবতে উৎসাহিত করে। তিনি বুঝতে পারেন, প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে দেশে থেকেই জীবিকা গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। পরে তিনি গবাদিপশু পালনসহ বিকল্প জীবিকার উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত হন। পাশাপাশি তিনি RRF, BRAC এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মতো প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ ও সহায়তার সঙ্গেও যুক্ত হন। এসব প্রশিক্ষণ থেকে তিনি নতুন দক্ষতা, প্রয়োজনীয় তথ্য এবং জীবিকা পরিচালনার বিষয়ে ধারণা অর্জন করেন। প্রকল্প ও সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের মাধ্যমে পাওয়া কিছু আর্থিক প্রণোদনাও তাঁকে নিজের উদ্যোগ শুরু করতে সহায়তা করে।

বহুমুখী জীবিকা উদ্যোগে নতুন সম্ভাবনা

প্রশিক্ষণ ও সহায়তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আসমা বেগম ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের জীবিকামূলক কাজে যুক্ত হন। বর্তমানে গবাদিপশু পালন তাঁর আয়ের প্রধান উৎস। পাশাপাশি তিনি ডালা-কুলা তৈরি ও বিক্রি এবং লাকড়ি বিক্রির মতো কাজও করছেন। একাধিক জীবিকামূলক উদ্যোগ গ্রহণের ফলে তাঁর আয় কিছুটা বেড়েছে এবং দৈনন্দিন সংসার খরচ মেটানোর ক্ষেত্রে আগের তুলনায় সুবিধা হয়েছে। যদিও তাঁর আর্থিক সংকট পুরোপুরি দূর হয়নি, তবুও নিজের শ্রম ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয় করার পথ তৈরি করতে পেরেছেন। এই পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি। আগে যেখানে ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা ও অনিশ্চয়তা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল, এখন সেখানে নিজের উদ্যোগের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে।

অন্য বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য তাঁর বার্তা

নিজের কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে আসমা বেগম এখন অন্য বিদেশফেরত কর্মীদেরও পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, দেশে ফিরে সংকটে পড়লে একা বসে হতাশ না হয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা খুঁজতে হবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোনো উপযুক্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। তাঁর অভিজ্ঞতায়, বিদেশ যাওয়ার আগে কর্মপরিবেশ, বেতন, ভাষা, কাজের ধরন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বিদেশে যেতে হলে বৈধ পথে যেতে হবে, দালালের ওপর নির্ভর না করে বিশ্বস্ত ও অনুমোদিত মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আসমা এখন আর বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন না। বরং দেশেই নিজের জীবিকাকে আরও শক্তিশালী করার স্বপ্ন দেখছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: নিজের উদ্যোগকে বড় করা

বর্তমানে আসমা বেগমের প্রধান লক্ষ্য গবাদিপশু পালনের উদ্যোগকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া। পর্যাপ্ত পুঁজি ও প্রয়োজনীয় সুযোগ পেলে তিনি তাঁর কাজ সম্প্রসারণ করতে চান, যাতে পরিবারের আয় আরও স্থিতিশীল হয় এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারেন। তাঁর পথচলা এখনও শেষ হয়নি। ঋণের চাপ, সীমিত পুঁজি এবং পরিবারের দায়িত্বের মতো চ্যালেঞ্জগুলো রয়ে গেছে। তবে প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা এবং নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি আগের তুলনায় বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। আসমা বেগমের গল্প তাই শুধু বিদেশে প্রতিকূল কর্মপরিবেশের শিকার হয়ে দেশে ফিরে আসার গল্প নয়; এটি সামাজিক চাপ, আর্থিক সংকট ও হতাশা পেরিয়ে নতুনভাবে জীবিকা গড়ে তোলার প্রচেষ্টার গল্প।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

ট্রেড ইউনিয়ন-সিএসও ও ইউনিয়ন ফোরামের কার্যকর ভূমিকা: টিইউ-সিএসও ফোরাম এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিদেশফেরত শ্রমিক ফোরামের মাধ্যমে বিদেশফেরত কর্মীদের শনাক্তকরণ, অধিকার ও সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব।

নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসন: বিদেশে যাওয়ার আগে বৈধ অভিবাসনপথ, চাকরির চুক্তি, বেতন, কর্মপরিবেশ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ নিশ্চিত করতে ট্রেড ইউনিয়ন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচেতন-তামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

সমন্বিত সহায়তা ও কার্যকর রেফারেল: বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, কাউন্সেলিং ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন ফোরাম, ট্রেড ইউনিয়ন-সিএসও এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও রেফারেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বহুমুখী জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি: বিদেশফেরত কর্মীদের দক্ষতা, আগ্রহ ও স্থানীয় বাজারের চাহিদা বিবেচনায় গবাদিপশু পালন, হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসার মতো বিকল্প জীবিকার সুযোগ চিহ্নিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ও সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করতে ইউনিয়ন ফোরাম ভূমিকা রাখতে পারে।

মানসিক সুস্থতা ও সামাজিক সহযোগিতা: বিদেশফেরত কর্মীদের মানসিক চাপ, সামাজিক কটূক্তি ও বৈষম্য মোকাবিলায় কাউন্সেলিং, পারিবারিক সহযোগিতা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি। এ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন ও সিএসওগুলো সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

ধারাবাহিক ফলোআপ ও টেকসই পুনরেকত্রীকরণ: রেফারেল-পরবর্তী সময়ে কর্মীরা সেবা পেয়েছেন কি না, তাঁদের আয় ও জীবিকার কতটা উন্নতি হয়েছে এবং অতিরিক্ত কী সহায়তা প্রয়োজন–তা টিইউ-সিএসও ও ইউনিয়ন ফোরামের মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।







সব হারিয়েও নতুন করে বাঁচার চেষ্টা: লিপি আক্তারের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

লিপি আক্তার (৩৫), ডিভোর্সি, যশোর সদর উপজেলার আরাবপুর গ্রামের বাসিন্দা । পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা লিপি বর্তমানে বোনের সংসারে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করছেন। একসময় স্বামীর ব্যবসার আয় দিয়ে সংসার চললেও উন্নত জীবন ও আর্থিক সচ্ছলতার আশায় ২০১৯ সালে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে ২০ হাজার টাকা খরচ করে সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে পাড়ি জমান। কিন্তু বিদেশের কর্মজীবন তাঁর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। মাসিক ২০ হাজার টাকা বেতনে কাজ করলেও তাঁকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হতো। পর্যাপ্ত খাবার না পাওয়া, ভাষাগত সমস্যা, শারীরিক অসুস্থতা এবং নির্যাতনের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। ফলে মাত্র ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যেই তিনি দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

দেশে ফিরে নতুন সংকট

দেশে ফেরার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ স্বাভাবিকভাবে কাটলেও শিগগিরই তাঁর জীবনে নেমে আসে গভীর সংকট। স্বামীর সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে বিরোধের একপর্যায়ে তিনি জানতে পারেন, তাঁর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী, স্বামী তাঁর সঞ্চিত অর্থ ও বেতনের টাকা আত্মসাৎ করেন। এতে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েন। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি, অসুস্থতা, আয়-রোজগারের অভাব এবং নিজের স্থায়ী আবাসন না থাকা তাঁর জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। পরিবার ও নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নেন। নিজের দৈনন্দিন খরচ চালাতে ছোট পরিসরে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। তবে শারীরিক অসুস্থতা, সীমিত দক্ষতা এবং পুঁজির অভাবে তাঁর পক্ষে নিয়মিত আয় করা কঠিন ছিল। এ ছাড়া বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সহায়তা পাওয়ার সুযোগ সম্পর্কেও তাঁর জানা ছিল না। স্বভাবগতভাবে চুপচাপ হওয়ায় তিনি কারও কাছে সহায়তা চাওয়ার বিষয়েও তেমন আলোচনা করতেন না।

সহায়তার মাধ্যমে নতুন পথের সন্ধান

এমন পরিস্থিতিতে BILS-এর একজন স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে তিনি বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য পরিচালিত প্রকল্পের মাধ্যমে গঠিত ইউনিয়ন ফোরামের কথা জানতে পারেন এবং ফোরামের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সেবাসমূহের কথা জানতে পারেন।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেলাইয়ের কাজই তাঁর জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে RRF-এর কাছে রেফার করা হয় ইউনিয়ন ফোরামের মাধ্যমে। সেখানে তিনি তিন মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন ধরনের সেলাই, বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যবহার এবং কাঁথা ও চাদরে নকশা ও সুতার কাজ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেন। প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে তিনি কাপড় ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনেন। এরপর নিজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কাঁথা ও চাদরে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন।

ছোট উদ্যোগে আত্মবিশ্বাসের প্রত্যাবর্তন

বর্তমানে লিপি ছোট পরিসরে সেলাইয়ের কাজ করে নিজের দৈনন্দিন খরচ মেটানোর চেষ্টা করছেন। তাঁর আয় এখনো উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি এবং আর্থিক অবস্থারও বড় ধরনের পরিবর্তন আসেনি। তবুও নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নতুন করে জীবিকা শুরু করতে পারা তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এই কাজ তাঁকে আগের তুলনায় আত্মবিশ্বাসী করেছে এবং অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর সুযোগ তৈরি করেছে। তবে তাঁর সামনে এখনো বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। নিজের কোনো স্থায়ী আবাসন নেই, আর সীমিত পুঁজির কারণে সেলাইয়ের কাজও বড় পরিসরে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। নিজের তৈরি পণ্যগুলোর ন্যায্য মূল্য পাওয়া এবং কাজের পরিধি বাড়ানো তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও জীবনের শিক্ষা

লিপি ভবিষ্যতে নিজের সেলাইয়ের কাজকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যেতে চান। তাঁর তৈরি কাঁথা, চাদর ও অন্যান্য পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে চান, যাতে আয় বাড়িয়ে নিজের জীবনকে আরও স্থিতিশীল করতে পারেন। বিদেশফেরত কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে, সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং নিজস্ব জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি, বিদেশফেরত কর্মীদের সহায়তায় নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিতে হবে।

জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে লিপি উপলব্ধি করেছেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হাল ছেড়ে না দিয়ে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে যেতে হয়। সব হারানোর পরও ছোট একটি উদ্যোগের মাধ্যমে নিজের জীবন নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা তাঁর সেই উপলব্ধিরই প্রতিফলন। তাঁর পথচলা এখনো অনিশ্চয়তায় ঘেরা, তবে নিজের আয়, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ই তাঁর নতুন আশার ভিত্তি।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

তৃণমূল পর্যায়ে সেবা পৌঁছে দেওয়া: BILS-এর স্বেচ্ছাসেবক ও ইউনিয়ন ফোরামের উদ্যোগে লিপির মতো সহায়তা বঞ্চিত বিদেশফেরত কর্মীরা প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রশিক্ষণ ও সেবার সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন।

ব্যক্তির বাস্তবতা অনুযায়ী সহায়তা প্রদান: শারীরিক অসুস্থতা ও সীমিত কর্মসক্ষমতা বিবেচনায় লিপিকে সেলাই প্রশিক্ষণের জন্য রেফার করা তাঁর উপযোগী জীবিকা বেছে নেওয়ার একটি ইতিবাচক উদাহরণ।

ক্ষুদ্র উদ্যোগেও পুনরুদ্ধারের সুযোগ: বড় অঙ্কের বিনিয়োগ ছাড়াও প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সীমিত পুঁজি কাজে লাগিয়ে জীবিকা পুনর্গঠনের সূচনা করা সম্ভব।

নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও নিরাপত্তা: লিপির অভিজ্ঞতা দেখায়, নারীদের নিজস্ব আয়, সঞ্চয় ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বাড়ানো তাঁদের সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ।

জীবিকার পাশাপাশি আবাসন ও সামাজিক সুরক্ষা: শুধু আয়বর্ধক সহায়তা যথেষ্ট নয়। লিপির মতো আবাসনহীন ও সংকটে থাকা নারীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়, সামাজিক সুরক্ষা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবার সঙ্গে সংযোগও জরুরি।

সহায়তা-পরবর্তী পর্যবেক্ষণ ও বাজারসংযোগ: প্রশিক্ষণ শেষে উদ্যোগ কতটা এগোচ্ছে, পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়া যাচ্ছে কি না এবং কী ধরনের অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন–এসব নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করলে জীবিকার স্থায়িত্ব বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়।







ঋণের বোঝা থেকে নতুন জীবিকার পথে: ফাতেমা বেগমের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

ফাতেমা বেগম (৪২), স্বামী সাখায়াত হোসেন, যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নের চাঁচড়া গ্রামের বাসিন্দা। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা ফাতেমা বিদেশে যাওয়ার আগে গৃহকর্মীর কাজ করে পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করতেন। মেয়েদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা এবং পরিবারের আয় বাড়ানোর আশায় ২০১৯ সালে পরিচিত একজনের মাধ্যমে তিন লাখ টাকা ঋণ নিয়ে সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে পাড়ি জমান। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, বিদেশে উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং মেয়েদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ হবে।

বিদেশে শোষণ ও দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত

সৌদি আরবে যাওয়ার পর ফাতেমা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁকে নির্ধারিত বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও মাসের পর মাস কাজ করেও তিনি কোনো বেতন পাননি। প্রথম দিকে তিনি ভেবেছিলেন, বিদেশ যাওয়ার জন্য নেওয়া ঋণের টাকা হয়তো বেতন থেকে কেটে রাখা হচ্ছে। কিন্তু কয়েক মাস পার হয়ে গেলেও কোনো পারিশ্রমিক না পাওয়ায় তাঁর উদ্বেগ বাড়তে থাকে। এর পাশাপাশি প্রতিকূল কর্মপরিবেশ, নির্যাতন এবং পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব তাঁর পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তোলে। প্রায় সাত থেকে আট মাস কাজ করার পর ২০২০ সালে তিনি দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। দেশে ফেরার সময় তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা ছিল কীভাবে পরিবারের দৈনন্দিন খরচ চালাবেন এবং বিদেশ যাওয়ার জন্য নেওয়া তিন লাখ টাকার ঋণ পরিশোধ করবেন।

দেশে ফিরে আর্থিক সংকট ও জীবিকার সংগ্রাম

দেশে ফিরে ফাতেমা কোনো সঞ্চয় পাননি; বরং তাঁর ওপর রয়ে যায় বড় অঙ্কের ঋণের বোঝা। পরিবারের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা না পাওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে। স্বামীর সীমিত আয় দিয়ে সংসারের খরচ চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে ফাতেমা মানুষের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করে দৈনন্দিন ব্যয় মেটানোর চেষ্টা করেন। দেশে ফেরার পর প্রায় দেড় বছর তিনি নতুন জীবিকার সন্ধানে সংগ্রাম করেন। একপর্যায়ে ঘরে বসে নেটের ব্যাগ তৈরি করে দোকানে সরবরাহ করা শুরু করেন। তবে পরিবারের আয় কমে যাওয়া এবং ঋণের চাপের কারণে মেয়েদের পড়াশোনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে তাঁর স্বামীও আয় বাড়ানোর চেষ্টা করেন। পরিবারের আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ফাতেমাকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যেতে হয়।

BILS-এর সহায়তায় নতুন সম্ভাবনার সূচনা

দেশে ফেরার পর বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের সহায়তার সুযোগ সম্পর্কে ফাতেমার জানা ছিল না। BILS-এর স্বেচ্ছাসেবক এর মাধ্যমে এ ধরনের সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং নিজ ইউনিয়নের বিদেশফেরত শ্রমিক ফোরামের সঙ্গে যুক্ত হন। ফোরামের মাধ্যমে তাঁকে RRF ও মহুয়া ট্রেনিং সেন্টারের মতো সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে রেফার করা হয়। সেখানে তিনি সেলাই ও ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি নতুন দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি নিজের কাজ ও ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, এই সহায়তা তাঁকে আরও আত্মবিশ্বাসী হতে এবং নতুন করে আয়ের পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে।

বহুমুখী জীবিকার মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা

বর্তমানে ফাতেমা ছোট একটি চা ও মুদি দোকান পরিচালনা করছেন। পাশাপাশি নেটের ব্যাগ তৈরি করে বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করছেন। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁর জীবিকার নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং আগের তুলনায় পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে তাঁর সামনে এখনো বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পর্যাপ্ত বাজারসংযোগের অভাবে নেটের ব্যাগ বিক্রি করতে সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে, প্রয়োজনীয় পুঁজি না থাকায় দোকানটি বড় করা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং আয় বাড়ানোর জন্য তাঁর আর্থিক সহায়তা ও বাজারসংযোগ প্রয়োজন

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও জীবনের শিক্ষা

ফাতেমা ভবিষ্যতে নিজের দোকানটি বড় করতে চান এবং একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। তাঁর পুনরায় বিদেশ যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। বরং দেশে থেকেই নিজের উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। বিদেশফেরত কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, দেশে ফিরে প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। আর যারা বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের উচিত কাজের ধরন, বেতন, নিয়োগকর্তা ও অভিবাসনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ভালোভাবে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি মনে করেন, বিদেশ যাওয়ার আগে সবকিছু যাচাই করলে অনেক ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। ফাতেমার জীবনে BILS-এর সহায়তায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগে তিনি নিজের পরিচিত গণ্ডির বাইরে কথা বলতে সংকোচ বোধ করতেন; বর্তমানে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে এবং অন্যদের পরামর্শ দিতে আরও আত্মবিশ্বাসী। তাঁর কাছে BILS শুধু সহায়তা পাওয়ার একটি মাধ্যম নয়, বরং কঠিন সময়ে পথ দেখানো একজন অভিভাবকের মতো।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ফাতেমা উপলব্ধি করেছেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হাল ছেড়ে না দিয়ে বিকল্প জীবিকার পথ খুঁজে নিতে হয়। ভবিষ্যতে তিনি নিজের মতো অসহায় বিদেশফেরত কর্মীদেরও সহায়তার সুযোগ সম্পর্কে জানাতে চান, যাতে তাঁর মতো অন্যরাও প্রয়োজনীয় সেবা পেয়ে নতুন করে জীবন গড়ার সুযোগ পান।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

অভিবাসনের আগে যাচাই-বাছাই জরুরি: নিয়োগকর্তা, বেতন, কাজের শর্ত ও অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ তথ্য যাচাই না করলে বিদেশফেরত কর্মীদের শোষণ ও আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি বাড়তে পারে।

ট্রেড ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ফোরামের মাধ্যমে সেবা পৌঁছানো: উঠান বৈঠক, স্বেচ্ছাসেবক ও ইউনিয়ন ফোরামের মাধ্যমে সহায়তা বঞ্চিত বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব।

একাধিক জীবিকার সুযোগ তৈরি: চা ও মুদি দোকানের পাশাপাশি নেটের ব্যাগ তৈরির মতো বিকল্প উদ্যোগ পরিবারকে আয়-রোজগারের একাধিক সুযোগ দিতে পারে এবং সংকট মোকাবিলায় সহায়তা করে।

প্রশিক্ষণ আত্মবিশ্বাস ও উদ্যোগ পরিচালনার সক্ষমতা বাড়ায়: কারিগরি ও ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বিদেশফেরত কর্মীদের নিজস্ব দক্ষতা শনাক্ত করতে এবং নতুনভাবে জীবিকা শুরু করতে সহায়তা করে।

ঋণের চাপ মোকাবিলায় সমন্বিত সহায়তা প্রয়োজন: বিদেশে উপার্জন না করে ঋণ নিয়ে ফিরে আসা কর্মীদের জীবিকা পুনর্গঠনের পাশাপাশি আর্থিক পরামর্শ, প্রয়োজনীয় সেবা এবং উপযুক্ত জীবিকার সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি।

প্রশিক্ষণের পর বাজার ও পুঁজি সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ: ফাতেমার অভিজ্ঞতা দেখায়, প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরও পর্যাপ্ত পুঁজি ও বাজারসংযোগ না থাকলে ক্ষুদ্র ব্যবসা সম্প্রসারণ কঠিন হয়। তাই টেকসই পুনরেকত্রীকরণের জন্য ধারাবাহিক ফলোআপ, ব্যবসায়িক পরামর্শ ও বাজারসংযোগ প্রয়োজন।




NERO
WALL



বেকারত্ব থেকে আত্মনির্ভরতার পথে: মঞ্জুর এলাহীর ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

মঞ্জুর এলাহী, ৩১ বছর বয়সী একজন ব্যবসায়ী। তাঁর বাড়ি যশোর জেলার যশোর সদর উপজেলার আরবপুর ইউনিয়নের সুজলপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম কাজী আব্দুল আজিজ। তিনি এইচএসসি পাস করেছেন। বিদেশে যাওয়ার আগে তিনি পরিবারের আর্থিক দায়িত্বে সরাসরি অবদান রাখতেন না। উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে ২০১৮ সালে সাড়ে চার লাখ টাকা ঋণ করে দালালের মাধ্যমে দুবাই যান।

বিদেশে স্বপ্নভঙ্গ

মঞ্জুরের আশা ছিল, বিদেশে গিয়ে ভালো আয় করবেন এবং নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবতার সঙ্গে মেলেনি। তাঁকে কফি শপে কাজ দেওয়ার কথা বলা হলেও সেখানে ক্লিনারের কাজ দেওয়া হয়। মাসিক বেতন ছিল মাত্র ২৫ হাজার টাকা, যা দিয়ে নিজের খরচ চালানোও কঠিন ছিল। ২০১৯ সালে পুলিশি ঝামেলায় পড়ে তাঁকে হাজতবাস করতে হয়। কাজের প্রতিকূল পরিবেশ ও অন্যান্য সমস্যার কারণে একই বছর দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন তিনি।

দেশে ফিরে অনিশ্চয়তার দিন

দেশে ফেরার পর মঞ্জুর মানসিক ও আর্থিক সংকটে পড়েন। তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আয়ের একটি স্থায়ী পথ খুঁজে বের করা। প্রায় তিন থেকে চার বছর তিনি এই অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটান। ব্যবসা শুরু করার ইচ্ছা থাকলেও প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে তা সম্ভব হচ্ছিল না। বিদেশে যাওয়ার জন্য নেওয়া ঋণের আড়াই লাখ টাকা তখনো বাকি ছিল, যা তাঁর পরিবার পরিশোধ করে। এ সময়ে পরিবার তাঁর পাশে দাঁড়ায় এবং সাময়িকভাবে তাঁর খরচ বহন করে। তখনো তিনি জানতেন না, বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা ও সহায়তার সুযোগ রয়েছে। ফলে নিজের সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেতে তাঁকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।

সহায়তার মাধ্যমে নতুন পথের সন্ধান

পরিস্থিতির পরিবর্তন আসে BILS-এর একজন স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজ ইউনিয়নের ফোরামের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি বিলসের প্রকল্প থেকে বিভিন্ন সভা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁকে টিটিসি (TTC) ও আরআরএফ (RRF)-এর মতো সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে রেফার করা হয় টিইউ-সিএসও ফোরামের মাধ্যমে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি কারিগরি ও ব্যবসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ ও সহায়তা তাঁকে নতুন করে আয়ের পথ খুঁজে

পেতে উৎসাহিত করে। ধীরে ধীরে তিনি নিজের ব্যবসা শুরু করেন এবং জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন।

নতুন পরিচয়ে মঞ্জুর

বর্তমানে মঞ্জুর গ্রামে ওয়াই-ফাই সংযোগ সরবরাহের কাজ করছেন। তাঁর ব্যবসার মাধ্যমে কয়েকজন বেকার যুবকেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আগের তুলনায় তাঁর জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত হয়েছে। তিনি এখন আরও আত্মবিশ্বাসী এবং মানসিকভাবে দৃঢ়। তবে তাঁর সামনে এখনো চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে তিনি ব্যবসার পরিধি বাড়াতে পারছেন না। একই খাতে অন্য ব্যবসায়ীদের তুলনায় এগিয়ে যেতে হলে তাঁর আরও বিনিয়োগ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ প্রয়োজন। মঞ্জুরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো আগামী কয়েক বছরের মধ্যে নিজ এলাকার একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সুযোগ পেলে তিনি নিজের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত আরও প্রশিক্ষণ নিতে চান। আপাতত তাঁর পুনরায় বিদেশ যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই।

অন্যদের জন্য তাঁর বার্তা

বিদেশফেরত কর্মীদের উদ্দেশে মঞ্জুরের পরামর্শ, কোনো পরিস্থিতিতেই হতাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, বিদেশে যাওয়ার আগে সব কাগজপত্র ও চাকরির তথ্য ভালোভাবে যাচাই করা অত্যন্ত জরুরি। মঞ্জুরের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল দেশে ফিরে দীর্ঘদিন বেকার থাকা। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে প্রশিক্ষণ ও সহায়তার মাধ্যমে নতুন করে আয়ের পথ তৈরি হওয়ার পর। তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনোবল ধরে রাখা এবং সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া জরুরি।

আজ মঞ্জুর শুধু নিজের জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন না; তাঁর ব্যবসার মাধ্যমে অন্য বেকার যুবকদের কাজের সুযোগও তৈরি করছেন। সীমিত পুঁজি সত্ত্বেও তাঁর এই উদ্যোগ আত্মনির্ভরতা ও দৃঢ় মনোবলের একটি ইতিবাচক উদাহরণ।

মঞ্জুরের গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

মনোবল ও আত্মবিশ্বাস: প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিদেশফেরত কর্মীদের হতাশ না হয়ে নতুনভাবে জীবিকা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা নিশ্চিত করা জরুরি।

নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসন: বিদেশে যাওয়ার আগে চাকরির চুক্তি, বেতন, ভিসা ও অন্যান্য কাগজপত্র যাচাই এবং বৈধ অভিবাসন পথ অনুসরণে ট্রেড ইউনিয়ন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সচেতনতামূলক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ইউনিয়ন ফোরাম ও রেফারেল সেবা: বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজন শনাক্ত করে ইউনিয়ন ফোরামের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা এবং কার্যকর রেফারেল নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণ ও জীবিকার সংযোগ: বিদেশফেরত কর্মীদের দক্ষতা ও স্থানীয় বাজারের চাহিদা বিবেচনায় ব্যবসায়িক ও পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে জীবিকা শুরু করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া জরুরি।

পুঁজি ও ব্যবসা সম্প্রসারণ: ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা টেকসই করতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সহজলভ্য অর্থায়ন, ব্যবসায়িক পরামর্শ ও বাজারসংযোগ নিশ্চিত করতে ট্রেড ইউনিয়ন-সিএসও এবং সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয় প্রয়োজন।

ধারাবাহিক ফলোআপ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি: রেফারেল ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সময়ে কর্মীদের জীবিকার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন চিহ্নিত করা জরুরি। এর মাধ্যমে বিদেশফেরত কর্মীরা নিজেদের কর্মসংস্থান গড়ে তোলার পাশাপাশি অন্যদের কাজের সুযোগ তৈরিতেও ভূমিকা রাখতে পারেন।


FOLK


CONEKTWO JEANS
The countenance is the portrait of
the mind, the eyes are its



প্রতিকূলতা পেরিয়ে আত্মবিশ্বাসী নারী উদ্যোক্তা হওয়ার পথে: নাজমা বেগমের গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

নাজমা বেগম (২৮) যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নের চাঁচড়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর স্বামী রমজান আলী। ছয় সদস্যের পরিবারে নাজমা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। সন্তানদের ভালোভাবে পড়ালেখা করানো এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ানোর স্বপ্ন নিয়ে ২০১৯ সালে আত্মীয়ের মাধ্যমে নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে পাড়ি জমান। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, স্বামীর আয়ের পাশাপাশি নিজের আয় যুক্ত হলে পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

বিদেশের বাস্তবতা ও দেশে ফিরে আসা

সৌদি আরবে গিয়ে নাজমা প্রত্যাশিত কর্মপরিবেশ পাননি। তাঁকে বেশি বেতনের আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে নামমাত্র বেতন দেওয়া হতো। ভাষা না জানায় যোগাযোগ করতে অসুবিধা হতো। পাশাপাশি অতিরিক্ত কাজ, বিশ্রামের অভাব এবং নির্যাতনের কারণে তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। মাত্র চার মাস কাজ করার পর প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে ২০১৯ সালেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার সময় তাঁর মনে ছিল সংসারের দৈনন্দিন ব্যয় এবং সন্তানদের পড়াশোনার খরচ কীভাবে চালাবেন, সেই চিন্তা। কোনো সঞ্চয় বা নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা না থাকায় দেশে ফিরে তাঁকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। এ সময় তাঁর স্বামী নিজের আয় দিয়ে পরিবারের খরচ চালানোর চেষ্টা করেন এবং তাঁকে সহযোগিতা করেন।

নতুন জীবিকার সন্ধান

দেশে ফেরার পর নাজমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নতুন করে আয়ের পথ তৈরি করা। প্রায় এক বছর তিনি জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। পরে ঘরে বসে কাঁথা ও বিছানার চাদর সেলাই করে বিক্রি শুরু করেন। কিন্তু পর্যাপ্ত পুঁজি না থাকায় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তৈরি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তাঁর উদ্যোগটি টিকিয়ে রাখা ও বড় করা সম্ভব হচ্ছিল না।

BILS-এর সহায়তায় নতুন সম্ভাবনা

এমন পরিস্থিতিতে BILS এর মাধ্যমে টিউ-সিএসও ফোরাম কর্তৃক গঠিত বিদেশফেরত শ্রমিক ইউনিয়ন ফোরামের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পান। পরে তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সেবাসমূহের কথা জানতে পারেন। মহুয়া প্রশিক্ষণ সেন্টার থেকে তিন মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ এবং আরআরএফ থেকে ব্যবসায় শিক্ষা প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ নাজমার জীবনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে। প্রশিক্ষণের

মাধ্যমে তিনি নিজের দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পান এবং সেলাইয়ের কাজকে জীবিকার একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে এগিয়ে নেওয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি সেলাইয়ের কাজ করছেন এবং ছোট পরিসরে দোকানে তৈরি পণ্য সরবরাহ করছেন। তাঁর মতে, আগের তুলনায় বর্তমান পরিস্থিতি ভালো। যদিও ব্যবসার কাঁচামাল কেনার জন্য পর্যাপ্ত পুঁজি এবং পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের সুযোগের অভাবে তিনি এখনো সমস্যায় পড়ছেন, তবুও নিজের উদ্যোগের মাধ্যমে আয় করার পথ তৈরি করতে পেরেছেন।

নাজমা মনে করেন, BILS-এর সহায়তা তাঁর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আগে তিনি নিজেকে ভীতু মনে করতেন; বর্তমানে তিনি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

নাজমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিজের সেলাইয়ের ব্যবসাকে আরও বড় করা এবং একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এ লক্ষ্য অর্জনে তাঁর প্রয়োজন পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা, কাঁচামাল সংগ্রহের সুযোগ এবং কার্যকর বাজারসংযোগ। বিদেশফেরত কর্মীদের উদ্দেশে তিনি পরামর্শ দেন, প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। আর যারা বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা অর্জন এবং নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনপথ অনুসরণ করা প্রয়োজন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নাজমা উপলব্ধি করেছেন, আবার বিদেশে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও তিনি দালালের মাধ্যমে না গিয়ে সরকারি ব্যবস্থায় যাওয়ার চেষ্টা করতেন। বর্তমানে তাঁর পুনরায় বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা নেই।

বিদেশে প্রতিকূল কর্মপরিবেশের অভিজ্ঞতা এবং দেশে ফিরে জীবিকা গড়ে তোলার সংগ্রাম নাজমাকে সতর্কতা, দক্ষতা ও আত্মনির্ভরশীলতার গুরুত্ব বুঝিয়েছে। তাঁর উপলব্ধি, যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে জেনে-বুঝে এগোতে হবে এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সীমিত সামর্থ্য নিয়েও নিজের উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা নাজমার জীবনে নতুন আশার সৃষ্টি করেছে। এখন তাঁর স্বপ্ন, এই ছোট উদ্যোগকে একটি টেকসই ব্যবসায় রূপ দেওয়া এবং নিজের ও পরিবারের জন্য আরও স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

নিরাপদ অভিবাসনে প্রস্তুতি ও দক্ষতা উন্নয়ন: বিদেশে যাওয়ার আগে চাকরির ধরন, বেতন, কর্মপরিবেশ ও চুক্তির শর্ত যাচাই এবং প্রয়োজনীয় ভাষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ নিশ্চিত করতে ট্রেড ইউনিয়ন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ফোরামের মাধ্যমে সেবা সংযোগ: বিদেশফেরত কর্মীদের চাহিদা শনাক্ত করে BILS-এর মতো উদ্যোগের আওতায় প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে রেফার করা এবং সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ফলোআপ করা জরুরি।

ক্ষুদ্র উদ্যোগে পুঁজি ও বাজারসংযোগ: সেলাইয়ের মতো উদ্যোগ টেকসই করতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কাঁচামাল কেনার পুঁজি, পণ্যের ন্যায্য মূল্য এবং নিয়মিত ক্রেতা ও দোকানের সঙ্গে সংযোগ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

পারিবারিক ও সামাজিক সহযোগিতা: দেশে ফেরার পর কর্মীদের আর্থিক ও মানসিক সংকট মোকাবিলায় পারিবারিক সহযোগিতার পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন ও সিএসও গুলো সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

নারীর আত্মবিশ্বাস ও উদ্যোক্তা সক্ষমতা: প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও সহায়তার মাধ্যমে বিদেশফেরত নারীদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয়মূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা এবং তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে সহায়তা করা সম্ভব।

ধারাবাহিক ফলোআপ ও টেকসই পুনরেকত্রীকরণ: প্রশিক্ষণ ও রেফারেলের পর বিদেশফেরত কর্মীরা জীবিকা শুরু করতে পেরেছেন কি না, ব্যবসার অগ্রগতি কেমন এবং অতিরিক্ত কী সহায়তা প্রয়োজন–তা ইউনিয়ন ফোরাম, ট্রেড ইউনিয়ন-সিএসও ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।













প্রতিকূলতা পেরিয়ে নতুন জীবিকার সন্ধান: রাবেয়া আক্তারের গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

রাবেয়া আক্তার (৪২) যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নের চাঁচড়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর স্বামী রফিকুল ইসলাম। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা রাবেয়া বিদেশে যাওয়ার আগে সেলাইয়ের কাজ করতেন এবং পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব পালনে পরোক্ষভাবে অবদান রাখতেন। আর্থিক সচ্ছলতা ও উন্নত জীবনযাপনের আশায় ২০১৯ সালে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে ১৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে পাড়ি জমান। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, বিদেশে কাজ করে পরিবারের আয় বাড়াবেন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করবেন।

বিদেশের কঠিন অভিজ্ঞতা ও দেশে ফেরা

সৌদি আরবে গিয়ে রাবেয়া প্রত্যাশিত কর্মপরিবেশ পাননি। তাঁকে যে বেতন দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, বাস্তবে তার চেয়ে কম অর্থ দেওয়া হতো। বেতনের তুলনায় কাজের চাপ ছিল অনেক বেশি এবং কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। এর পাশাপাশি নির্যাতন ও পর্যাপ্ত খাবারের অভাব তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। প্রায় দেড় বছর কাজ করার পর, ২০২১ সালে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে বাড়ির মালিক তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে ফেরার সময় তাঁর মনে ছিল জীবিকা নির্বাহের অনিশ্চয়তা এবং পরিবার ও সমাজ তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করবে, সেই দুশ্চিন্তা।

দেশে ফিরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট

হঠাৎ কর্মহীন হয়ে দেশে ফেরার পর রাবেয়াকে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়। পরিবারের কাছ থেকেও তিনি প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাননি। তাঁর স্বামী তাঁর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যা তাঁর মানসিক চাপ আরও বাড়িয়ে দেয়। এ পরিস্থিতিতে নিজের দৈনন্দিন খরচ চালাতে তিনি মানুষের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করতেন এবং পাশাপাশি সেলাইয়ের কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন।

দেশে ফেরার পর তাঁর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল স্থায়ী জীবিকার ব্যবস্থা করা। বিদেশফেরত নারী কর্মী হওয়ায় সামাজিক প্রশ্ন ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি হওয়াও তাঁর জন্য কষ্টকর ছিল। প্রায় দেড় বছর তিনি জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটান। শারীরিক অসুস্থতা এবং পরিবারের অসহযোগিতা তাঁর পরিস্থিতি সামাল দেওয়াকে আরও কঠিন করে তোলে।

BILS-এর সহায়তায় নতুন পথের সন্ধান

দেশে ফেরার পর বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সহায়তার সুযোগ সম্পর্কে রাবেয়ার জানা ছিল না। BILS-এর একজন স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে তিনি এসব

সেবা সম্পর্কে জানতে পারেন। পরে তিনি ইউনিয়ন ফোরামের সঙ্গে যুক্ত হন এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য টিটিসি, জজঋ ও মহুয়া ট্রেনিং সেন্টারের মতো প্রতিষ্ঠানে রেফার হন। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি সেলাই ও ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ তাঁর দক্ষতা বাড়াতে এবং নতুনভাবে আয় করার সুযোগ তৈরি করতে সহায়তা করে। একসময় সম্পূর্ণ কর্মহীন হয়ে পড়লেও তিনি ধীরে ধীরে নিজের কাজ শুরু করার পথ খুঁজে পান। তাঁর অভিজ্ঞতায়, BILS-এর মাধ্যমে পাওয়া সহায়তা জীবিকা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সীমিত সামর্থ্যে জীবিকা পুনর্গঠনের চেষ্টা

বর্তমানে রাবেয়া ছোট পরিসরে সেলাইয়ের কাজ করছেন। পাশাপাশি প্লাস্টিকের ফুল তৈরি করে বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করছেন। তাঁর জীবন এখনো পুরোপুরি স্বচ্ছল নয়। পুঁজির অভাব ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারছেন না। তবুও নতুন কাজের মাধ্যমে আয় করার সুযোগ তৈরি হওয়ায় তাঁর পরিস্থিতিতে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

রাবেয়ার মতে, আগের তুলনায় এখন তিনি কিছুটা ভালো অবস্থায় আছেন। তবে আর্থিক অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপ কমাতে তাঁর আরও সহায়তা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে তিনি নিজের ব্যবসা বড় করতে চান এবং মানসিক চাপমুক্ত ও স্বচ্ছল জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেন। এ লক্ষ্য অর্জনে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি কাউন্সেলিংও তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশা

রাবেয়ার পুনরায় বিদেশ যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। বিদেশফেরত কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। বিদেশে যাওয়ার আগে কাজের ধরন, বেতন, কর্মপরিবেশ ও নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ভালোভাবে যাচাই করাও জরুরি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, পর্যাপ্ত তথ্য ও প্রস্তুতি ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। রাবেয়ার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলোর একটি হলো BILS-এর সহায়তায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নতুন করে আয়ের পথ তৈরি করতে পারা। তিনি মনে করেন, এই সহায়তা তাঁর জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ এসেছে। আগে যেখানে তিনি অসহায় ও অনিশ্চিত জীবনযাপন করতেন, এখন সীমিত পরিসরে হলেও নিজের কাজের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে বিদেশে শোষণের শিকার হওয়া, দেশে ফিরে সামাজিক অবমূল্যায়ন এবং পরিবারের কাছ থেকে সহযোগিতা না পাওয়া। এসব অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর কথায় উঠে আসে নারীর প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গভীর হতাশা: "মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই ভুল।" এই বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত কষ্টের প্রকাশ; একই সঙ্গে এটি নারীদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য, অবিশ্বাস ও অসম আচরণের প্রভাবকে সামনে নিয়ে আসে।

তবে রাবেয়ার পথচলা শুধু কষ্টের গল্প নয়। প্রশিক্ষণ ও সহায়তার মাধ্যমে নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নতুন জীবিকা গড়ে তোলার চেষ্টাও তাঁর গল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন হলো নিজের ব্যবসা সম্প্রসারণ করা, আর্থিকভাবে আরও স্থিতিশীল হওয়া এবং মানসিক শান্তি নিয়ে জীবনযাপন করা।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন: বিদেশফেরত নারী কর্মীদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা ও সামাজিকভাবে হেয় করা তাঁদের মানসিক চাপ বাড়ায়। তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান করা এবং পরিবার ও সমাজে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার গুরুত্ব: সামাজিক অবমূল্যায়ন, পারিবারিক অসহযোগিতা ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় কাউন্সেলিং এবং মানসিক সহায়তা জীবিকা পুনর্গঠনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প জীবিকা: সেলাই ও ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ রাবেয়াকে নতুন কাজ শুরু করতে এবং নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয় করার সুযোগ তৈরি করতে সহায়তা করেছে।

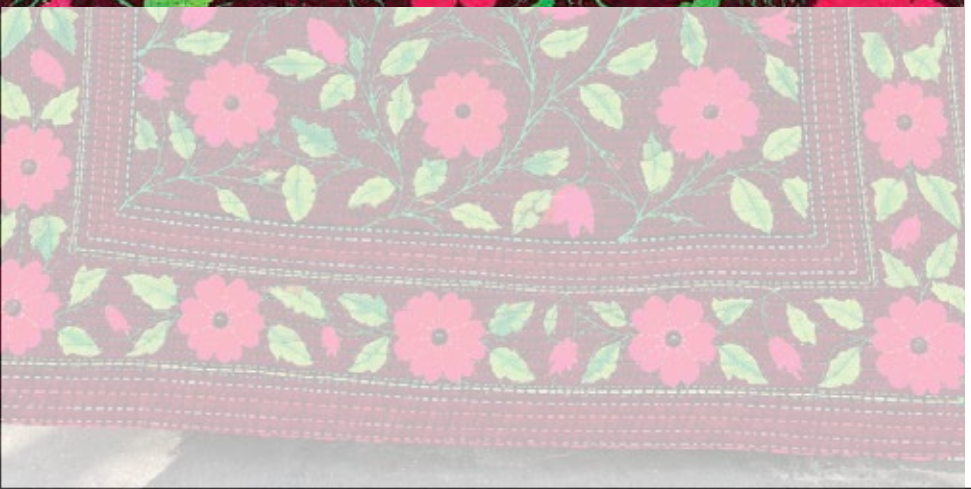
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ: BILS-এর স্বেচ্ছাসেবক ও ইউনিয়ন ফোরামের মাধ্যমে বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রশিক্ষণ ও সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব।

প্রশিক্ষণের সঙ্গে পুঁজি ও বাজারসংযোগ: ক্ষুদ্র উদ্যোগকে টেকসই করতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা, পণ্য বিক্রির বাজার এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

নিরাপদ অভিবাসনে তথ্য ও প্রস্তুতি: বিদেশে যাওয়ার আগে বেতন, কর্মপরিবেশ, কাজের শর্ত ও নিয়োগ প্রক্রিয়া যাচাই এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে শোষণ ও অনিশ্চয়তার ঝুঁকি কমানো সম্ভব।



















অনিশ্চয়তা থেকে সফল মৎস্য উদ্যোক্তা: রাশেদুল ইসলামের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

রাশেদুল ইসলাম, ৩১ বছর বয়সী একজন মৎস্য উদ্যোক্তা। তাঁর বাড়ি যশোর জেলার যশোর সদর উপজেলার আরবপুর ইউনিয়নের বেকুটিয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম শহিদুল ইসলাম। তিনি এসএসসি পাস করেছেন। তাঁর পরিবারে পাঁচজন সদস্য। বিদেশে যাওয়ার আগে তিনি পরিবারের আর্থিক দায়িত্বে সরাসরি অবদান রাখতেন না; তাঁর অন্য ভাইয়েরা পরিবারের খরচ বহন করতেন।

উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে বিদেশযাত্রা

দেশে ভালো চাকরির সুযোগ না পেয়ে এবং নিজের ভবিষ্যৎ উন্নত করার আশায় রাশেদুল ২০১৪ সালে মালয়েশিয়া যান। দুলাভাইয়ের মাধ্যমে সাড়ে চার লাখ টাকা ঋণ নিয়ে তিনি বিদেশে পাড়ি জমান। তাঁর স্বপ্ন ছিল একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা এবং পরিবারের জন্য ভালো কিছু করা। কিন্তু বিদেশে গিয়ে তাঁর স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার মিল হয়নি। তাঁকে কফি শপে কাজ দেওয়ার কথা বলা হলেও সেখানে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ দেওয়া হয়। কাজের তুলনায় বেতন ছিল কম। এ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁকে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। শেষ পর্যন্ত পছন্দমতো কাজ না পাওয়া এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ২০১৫ সালে দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপ

দেশে ফেরার পর রাশেদুলকে নতুন করে জীবিকা গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। বিদেশে গিয়ে উপার্জনের পরিবর্তে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার পাশাপাশি দৈনন্দিন খরচ মেটাতেও তিনি পরিবারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। দেশে ফিরে প্রায় এক বছর তিনি স্থায়ী আয়ের পথ খুঁজেছেন। এ সময় তিনি মাছের ব্যবসা শুরু করার উদ্যোগ নেন। ব্যবসা পরিচালনা এবং পরিবারের খরচ মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করতে তাঁকে ব্র্যাক থেকে পাঁচ লাখ টাকা ঋণ নিতে হয়। বিদেশে যাওয়ার প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া এবং দেশে ফিরে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়া তাঁর জন্য ছিল জীবনের অন্যতম কঠিন সময়। এ সময় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন।

প্রশিক্ষণ থেকে নতুন সম্ভাবনা

বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা ও সহায়তার সুযোগ সম্পর্কে রাশেদুলের জানা ছিল না। পরে BILS-এর একজন স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে একটি উঠান বৈঠকে অংশ নিয়ে তিনি এসব সেবা সম্পর্কে জানতে পারেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজ ইউনিয়নের ফোরামের সঙ্গে যুক্ত হন।

তাঁর প্রয়োজন বিবেচনায় তাঁকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণের জন্য রেফার করা হয়। সেখানে তিনি ৪৫ দিনব্যাপী রেণু পোনা উৎপাদনবিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ তাঁর জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি পুকুর লিজ নিয়ে বৃহৎ পরিসরে মাছ চাষ শুরু করেন। ধীরে ধীরে মাছ চাষ ও ব্যবসাই তাঁর জীবিকার প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে।

নির্ভরশীলতা থেকে আত্মনির্ভরতার পথে

বর্তমানে রাশেদুল একজন সফল মাছ ব্যবসায়ী। অতীতের সঙ্গে তাঁর বর্তমান জীবনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আগে নিজের খরচ মেটানোর জন্য তাঁকে পরিবারের ওপর নির্ভর করতে হতো। এখন তিনি নিজেই নিজের ও পরিবারের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর ব্যবসার মাধ্যমে আরও চার থেকে পাঁচজন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে তাঁর সামনে এখনো কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিশেষ করে ব্যবসার পরিধি আরও বাড়াতে পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব রয়েছে। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা ও মাছ চাষের বিষয়ে আরও প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলে তিনি ব্যবসাকে আরও এগিয়ে নিতে চান।

ভবিষ্যতে রাশেদুল তাঁর মাছের ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে চান, যাতে আরও মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অন্য বিদেশফেরত কর্মীদেরও মানসিকভাবে শক্ত থাকার এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হতাশ না হয়ে নতুনভাবে কাজ শুরু করার পরামর্শ দেন। রাশেদুলের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল রেণু পোনা উৎপাদনবিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মাছ চাষ শুরু করা। এই উদ্যোগ তাঁকে নতুনভাবে জীবিকা গড়ে তোলার সুযোগ দিয়েছে। তাঁর অভিজ্ঞতা দেখায়, যথাযথ প্রশিক্ষণ, উদ্যোগ এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

প্রতিকূলতায় মনোবল ধরে রাখা: বিদেশফেরত কর্মীদের হতাশ না হয়ে নতুনভাবে জীবিকা গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব: প্রয়োজন ভিত্তিক ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ নতুন পেশায় প্রবেশ এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করতে পারে।

সেবা সম্পর্কে সচেতনতা: ইউনিয়ন ফোরাম ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বিদেশফেরত কর্মীরা প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ পেতে পারেন।

প্রশিক্ষণ ও অর্থায়নের সমন্বয়: প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সহজলভ্য পুঁজি ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা গেলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা টেকসই করা সহজ হয়।

স্থানীয় জীবিকার সম্ভাবনা: মাছ চাষের মতো স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিদেশফেরত কর্মীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থান তৈরিতেও সহায়তা করতে পারে।

অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া: বিদেশে কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া সম্ভাব্য অভিবাসীদের সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে এবং বিদেশফেরত কর্মীদের নতুনভাবে শুরু করতে উৎসাহিত করতে পারে।







অনিশ্চয়তা থেকে আত্মনির্ভরতার পথে: সাজ্জাদ হোসেনের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

সাজ্জাদ হোসেন (৩৮), পিতা নুরুল ইসলাম, যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নের চাঁচড়া গ্রামের বাসিন্দা। এইচএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করা সাজ্জাদ বিদেশে যাওয়ার আগে একটি দোকানে কাজ করতেন এবং পরিবারের প্রতি পরোক্ষভাবে আর্থিক দায়িত্ব পালন করতেন। পরিবারের দারিদ্র্য দূর করা ও আর্থিক সচ্ছলতা অর্জনের আশায় ২০০২ সালে কিছু অর্থ ঋণ নিয়ে একজন দালালের মাধ্যমে সৌদি আরবে পাড়ি জমান। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, বিদেশে কাজ করে পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবেন।

বিদেশে কর্মজীবন ও অনিশ্চিত প্রত্যাবর্তন

সৌদি আরবে সাজ্জাদ একটি হোটেলে কাজ শুরু করেন। প্রায় সাত বছর সেখানে কাজ করলেও প্রতিশ্রুত বেতন পাননি। বেতনের তুলনায় কাজের চাপ ছিল বেশি এবং কর্মপরিবেশও সন্তোষজনক ছিল না। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় তাঁকে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হতো। ২০০৯ সালে আকামা না থাকায় পুলিশের তাড়া খাওয়ার পর তিনি দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমাধানের চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। দেশে ফেরার সময় তাঁর সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ছিল কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করবেন এবং পরিবারের খরচ চালাবেন।

দেশে ফিরে কর্মসংস্থানের সংগ্রাম

দেশে ফেরার পর সাজ্জাদকে কঠিন আর্থিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। দেশে ফেরার মতো পর্যাপ্ত অর্থও তাঁর কাছে ছিল না; পরিবারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁকে ফিরতে হয়। দেশে ফিরে তিনি বেকার হয়ে পড়েন এবং দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য অল্প পরিমাণ ঋণ নেন। এ সময় তাঁর পরিবার পাশে ছিল এবং তাঁকে সহযোগিতা করেছিল। প্রায় দেড় থেকে দুই বছর তিনি স্থায়ী জীবিকার সন্ধানে সংগ্রাম করেন। একপর্যায়ে আয়-রোজগারের পথ তৈরি করতে ইজিবাইক চালানো শুরু করেন। এর মাধ্যমে দৈনন্দিন খরচ চালানোর সুযোগ তৈরি হলেও তাঁর আর্থিক অনিশ্চয়তা পুরোপুরি দূর হয়নি। নিজের কর্মসংস্থান ও পরিবারের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি তাঁকে ঋণের চাপও মোকাবিলা করতে হয়েছে।

BILS-এর সহায়তায় নতুন সম্ভাবনা

দেশে ফেরার পর বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সহায়তার সুযোগ সম্পর্কে সাজ্জাদের জানা ছিল না। BILS-এর স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে তিনি এ ধরনের সহায়তার বিষয়ে জানতে পারেন। পরে তিনি ইউনিয়ন ফোরামের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি

বিলসের বিভিন্ন সভায় উপস্থিত হন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। টিউ-সিএসও ফোরাম তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য TTC ও RRF-এর মতো প্রতিষ্ঠানে রেফার হন। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ তাঁকে নতুনভাবে কর্মসংস্থান ও ব্যবসার সুযোগ খুঁজতে সহায়তা করে। তাঁর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, এই সহায়তার মাধ্যমে তিনি নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নতুন আয়ের পথ তৈরি করতে পেরেছেন।

ছোট ব্যবসার মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানো

বর্তমানে সাজ্জাদ একটি ছোট ভ্যানগাড়ি ব্যবহার করে কসমেটিকসের পণ্য স্থানীয় দোকানে সরবরাহ করছেন। তাঁর মতে, আগের তুলনায় বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। নিজের উদ্যোগে আয় করতে পারায় তিনি এখন আরও আত্মবিশ্বাসী এবং মনে করেন, দেশেও কাজ করে নিজের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব। তবে পর্যাপ্ত পুঁজি না থাকায় ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারছেন না। পণ্যের সরবরাহ বাড়ানো ও ব্যবসাকে আরও স্থিতিশীল করার জন্য তাঁর অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। যদিও তাঁর সব সমস্যা এখনো সমাধান হয়নি, তবুও নিজের উদ্যোগের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটি পথ তৈরি হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও জীবনের শিক্ষা

সাজ্জাদের পুনরায় বিদেশ যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। ভবিষ্যতে তিনি নিজের ব্যবসা বড় করতে চান এবং একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় পুঁজি ও ব্যবসায়িক সহায়তা তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশফেরত কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, দেশে ফিরে বসে না থেকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। আর যারা বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের বৈধ কাগজপত্র ও অভিবাসনপ্রক্রিয়া ভালোভাবে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

সাজ্জাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল দেশে ফিরে বেকার অবস্থায় দিন কাটানো। BILS-এর সহায়তায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং নতুন ব্যবসা শুরু করার সুযোগ তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। আগে তিনি মনে করতেন, জীবিকার জন্য বিদেশে যাওয়াই প্রধান উপায়; বর্তমানে তিনি বিশ্বাস করেন, যথাযথ উদ্যোগ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশেও আয়-রোজগার করা সম্ভব। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বৈধতা নিশ্চিত করা জরুরি। তাঁর ভাষায়, "পাঁচ বছর দেরি হলেও সঠিক কাগজপত্র নিয়ে বিদেশে যাওয়া উচিত।" এই উপলব্ধি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষা, যা ভবিষ্যৎ অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

বৈধ অভিবাসন ও কাগজপত্র যাচাই: বিদেশে যাওয়ার আগে ভিসা, কাজের অনুমতি, চাকরির চুক্তি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করা জরুরি। এ বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সচেতনতা তৈরি এবং সঠিক তথ্য প্রদানে ভূমিকা রাখতে পারে।

ট্রেড ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ফোরামের ভূমিকা: বিদেশফেরত কর্মীদের শনাক্ত করা, তাঁদের প্রয়োজন ও সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং সরকারি-বেসরকারি সেবার সঙ্গে যুক্ত করতে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ফোরাম কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

কার্যকর রেফারেল ও দক্ষতা উন্নয়ন: বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, ব্যবসায়িক পরামর্শ ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে রেফার করা এবং সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নিয়মিত ফলোআপ করা প্রয়োজন।

টেকসই জীবিকার জন্য সমন্বিত সহায়তা: প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পুঁজি, ব্যবসায়িক পরামর্শ ও বাজারসংযোগ নিশ্চিত করতে ট্রেড ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ফোরাম এবং সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন।

পুনরেকত্রীকরণে নিয়মিত ফলোআপ: দেশে ফেরার পর কর্মীরা জীবিকা গড়ে তুলতে পারছেন কি না, তাঁদের কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন এবং রেফার করা সেবা তাঁরা পাচ্ছেন কি না–তা নিয়মিতভাবে অনুসরণ করা জরুরি।

স্থানীয় কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন: উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে বিদেশফেরত কর্মীরা দেশে আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করতে পারেন এবং অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ফোরাম স্থানীয় সুযোগ চিহ্নিতকরণ এবং সেবা সংযোগে সহায়তা করতে পারে।


City Pla
TO-LET
HOTEL
CITY PL
INTERN





সমন্বিত রেফারেল থেকে বিদেশফেরত শ্রমিকদের টেকসই পুনরেকত্রীকরণ: মাহবুবুর রহমান মজনুর অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

মাহবুবুর রহমান মজনু
আহ্বায়ক, TU–CSO Forum, যশোর



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

বিদেশফেরত কর্মীদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সেবায় সংযোগ

বিদেশফেরত কর্মীদের পুনরেকত্রীকরণে তাঁদের সমস্যা চিহ্নিত করা, সঠিক পরামর্শ দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সেবার সঙ্গে যুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। TU–CSO Forum-এর আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান মজনুর মতে, দেশে ফিরে অনেক কর্মী ঋণের বোঝা, আর্থিক সংকট, কর্মসংস্থানের অভাব ও সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হন। অনেকেই বিদেশ যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় তথ্য পান না; আবার দেশে ফেরার পর কোথায় কী সেবা পাওয়া যাবে বা কীভাবে নতুন জীবিকা গড়ে তুলবেন, সে সম্পর্কেও তাঁদের ধারণা সীমিত।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসেবে ভূমিকা

মজনুর মতে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ভূমিকা শুধু শ্রমিকদের সংগঠিত করা বা শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিদেশফেরত কর্মীদের সমস্যা চিহ্নিত করা, তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া এবং সরকারি -বেসরকারি সেবার সঙ্গে যুক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসেবে তিনি স্থানীয় পর্যায়ে বিদেশফেরত কর্মীদের সংগঠিত করা, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন তুলে ধরা এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারেন। কর্মশালা, সভা ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসন, বিদেশফেরত কর্মীদের অধিকার, সরকারি সেবা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং জীবিকার সুযোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো সম্ভব। এ ছাড়া প্রতারণা, বকেয়া মজুরি, চুক্তি লঙ্ঘন বা অন্যান্য শ্রম অধিকারসংক্রান্ত সমস্যা থাকলে কর্মীদের উপযুক্ত আইনি সহায়তা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করা যেতে পারে। নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা কর্মীদের বিশেষ প্রয়োজন চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য উপযুক্ত সেবা নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

TU–CSO Forum-এর মাধ্যমে সমন্বিত সেবা

গত এক বছরের বেশি সময় ধরে আরবপুর ও চাঁচড়া ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং আরও দুটি ইউনিয়নে কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদেশফেরত কর্মীদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কর্মশালা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাঁরা কোন প্রতিষ্ঠান কী ধরনের সেবা দেয়, তা জানতে পারছেন।

মজনুর মতে, TU–CSO Forum-কে এমন একটি কার্যকর সমন্বয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন, CSO, স্থানীয় সরকার, সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশফেরত কর্মীদের প্রতিনিধিরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। ফোরামটি কর্মীদের সমস্যা চিহ্নিত করবে, সেবার ঘাটতি তুলে ধরবে, রেফারেল সমন্বয় করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করবে।

রেফারেল ও ফলোআপ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা

প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার, ব্র্যাক ও RRF-এর মতো প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী রেফার করা হয়। পরে ফলোআপের মাধ্যমে তাঁরা সেবা পেয়েছেন কি না, তা জানার চেষ্টা করা হয়। মজনুর মতে, এই ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে ইউনিয়নভিত্তিক রেফারেল তালিকা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ যোগাযোগতথ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি রেফারেলের ক্ষেত্রে কর্মীর সম্মতি নিয়ে তাঁর প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, রেফারেলের অবস্থা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নথিভুক্ত করা যেতে পারে। নিয়মিত ফলোআপ সভায় অসম্পূর্ণ রেফারেল ও সেবা পেতে বাধাগুলো পর্যালোচনা করা হলে কর্মীদের সহায়তা আরও কার্যকর হবে। ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করাও জরুরি।

সরকারি সেবা ও টেকসই জীবিকার সুযোগ

সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা সহায়তা, নারীদের জন্য গবাদিপশু পালনসহ আয়বর্ধক কার্যক্রম বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পুঁজি, বাজারসংযোগ ও ব্যবসায়িক পরামর্শের সুযোগও প্রয়োজন।

মজনুর মতে, বিদেশফেরত কর্মীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও স্থানীয় বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে জীবিকার পরিকল্পনা করা উচিত। কৃষি, গবাদিপশু পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও উৎপাদনমূলক কাজে তাঁদের যুক্ত করার সুযোগ খুঁজতে হবে। সরকারি খাসজমিতে আইন ও প্রযোজ্য নীতিমালা অনুসারে উৎপাদনমূলক কাজের সুযোগ এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা নিশ্চিত করা গেলে দীর্ঘমেয়াদি আয়ের পথ তৈরি হতে পারে।

TU–CSO Forum-কে কার্যকর ও টেকসই করার পরিকল্পনা

BILS–ILO প্রকল্পের মাধ্যমে মজনু পুনরেকত্রীকরণ, রেফারেল ব্যবস্থা এবং সরকারি সেবা সম্পর্কে নতুন ধারণা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছেন। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ফোরামকে প্রকল্পনির্ভর উদ্যোগের পরিবর্তে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাকারী একটি স্থায়ী সমন্বয়ব্যবস্থায় রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে।

১. **ইউনিয়নভিত্তিক কর্মী শনাক্তকরণ ও তথ্যভান্ডার:** ইউনিয়ন পরিষদ, ট্রেড ইউনিয়ন ও স্থানীয় সংগঠনের সহযোগিতায় বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজনভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তথ্য ব্যবস্থাপনায় সম্মতি, গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

২. **নিয়মিত ফোরাম সভা ও দায়িত্ব বণ্টন:** নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী সভা আয়োজন করে রেফারেল, সেবা প্রাপ্তির অগ্রগতি ও নতুন সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব নির্ধারণ এবং সভার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৩. **সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা ও যোগাযোগ:** প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার ও প্রাসঙ্গিক CSO-দের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী যৌথ রেফারেল ও ফলোআপ পদ্ধতি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৪. **ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা ও পরামর্শকেন্দ্র:** ইউনিয়ন পরিষদ বা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে নির্দিষ্ট দিনে তথ্য, পরামর্শ ও রেফারেল সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে কর্মীদের বারবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুরতে হওয়ার ঝুঁকি কমবে।

৫. **নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ কর্মীদের অগ্রাধিকার:** নারী অভিবাসী, প্রতারণার শিকার কর্মী, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং মানসিক সংকটে থাকা কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাউন্সেলিং, আইনি সহায়তা, সামাজিক সুরক্ষা ও জীবিকা সেবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

৬. **টেকসই জীবিকা ও বাজারসংযোগ:** প্রশিক্ষণের পর কর্মীরা বাস্তবে আয় করতে পারছেন কি না, তা অনুসরণ করতে হবে। দক্ষতা, পুঁজি, উৎপাদন উপকরণ, ব্যবসায়িক পরামর্শ ও বাজারসংযোগের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করতে হবে।

৭. **অর্থায়ন ও স্থানীয় মালিকানা:** ফোরামের কার্যক্রম চালু রাখতে সদস্য সংগঠনগুলোর অবদান, স্থানীয় অংশীদারত্ব, সরকারি সেবার ব্যবহার এবং উপযুক্ত প্রকল্প বা অনুদানের সুযোগ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। কোনো একক প্রকল্পের ওপর নির্ভরতা কমানো জরুরি।

৮. **ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহি:** কতজন কর্মী শনাক্ত হয়েছেন, কতজন রেফারেল পেয়েছেন, কতজন সেবা গ্রহণ করেছেন এবং কতজন জীবিকার সুযোগ পেয়েছেন–এসব তথ্য নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। কর্মীদের মতামত নিয়ে সেবার ঘাটতি চিহ্নিত ও সংশোধন করা প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

মজনুর মতে, বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য কার্যকর সেবা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে কাজ শুরু করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদে বিদেশগমনকারী ও বিদেশফেরত কর্মীদের তথ্য সংরক্ষণ, উপজেলা পর্যায়ে জবাবদিহি এবং পর্যাপ্ত জনবল নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে TU–CSO Forum-এর নিয়মিত কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে।

তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও ফোরামের আহ্বায়ক হিসেবে কর্মীদের সংগঠিত করা, তাঁদের সমস্যা তুলে ধরা, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা এবং রেফারেল ও ফলোআপের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ফোরামকে কার্যকর ও টেকসই করতে স্থানীয় মালিকানা, স্পষ্ট দায়িত্ব বণ্টন, পর্যাপ্ত সম্পদ এবং ফলাফলভিত্তিক জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

ট্রেড ইউনিয়ন নেতার বিস্তৃত ভূমিকা: শ্রম অধিকার রক্ষার পাশাপাশি বিদেশফেরত কর্মীদের তথ্য, পরামর্শ, আইনি সহায়তা ও পুনরেকত্রীকরণ সেবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

কার্যকর TU–CSO Forum: নিয়মিত সভা, দায়িত্ব বণ্টন, যৌথ পরিকল্পনা এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় জোরদার করতে হবে।

রেফারেল ও ফলোআপ: বিদেশফেরত কর্মীদের উপযুক্ত সেবায় যুক্ত করার পাশাপাশি সেবা প্রাপ্তির অগ্রগতি অনুসরণ করতে হবে।

ইউনিয়নভিত্তিক তথ্যব্যবস্থা: বিদেশগমনকারী ও বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজন-ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ করে পরিকল্পিত সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

টেকসই জীবিকা: প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পুঁজি, উৎপাদনের সুযোগ, ব্যবসায়িক পরামর্শ ও বাজারসংযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

স্থানীয় মালিকানা ও অর্থায়ন: প্রকল্প নির্ভরতা কমিয়ে সদস্য সংগঠন, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য অংশীদারের সহযোগিতায় ফোরামের কার্যক্রম চালু রাখতে হবে।

জবাবদিহি ও ফলাফল পর্যালোচনা: রেফারেল, সেবা প্রাপ্তি ও জীবিকার অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করে কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে কার্যক্রম উন্নত করতে হবে।





সমন্বিত সেবা, কার্যকর রেফারেল ও টেকসই পুনরেকত্রীকরণ: মোহাম্মদ আশিক সিদ্দিকীর অভিজ্ঞতা

মোহাম্মদ আশিক সিদ্দিকী
সহকারী পরিচালক
প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার, ফরিদপুর



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

বিদেশফেরত কর্মীদের সেবায় সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্ব

বিদেশফেরত অভিবাসী কর্মীদের পুনরেকত্রীকরণ শুধু আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয় নয়; এর সঙ্গে তাঁদের কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন, মানসিক সুস্থতা, সামাজিক মর্যাদা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার বিষয়গুলোও জড়িত। ফরিদপুর প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আশিক সিদ্দিকীর মতে, বিদেশফেরত কর্মীদের টেকসইভাবে পুনএকত্রীকরণের জন্য সরকারি সেবা, বেসরকারি উদ্যোগ এবং স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন।

প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার বিদেশে কর্মরত ও বিদেশফেরত–উভয় শ্রেণির অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে অভিবাসী কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি, যোগ্য কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য ভাতা, অসুস্থ কর্মীদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা, বিদেশ যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও পরামর্শ এবং আইনি সহায়তা। কোনো কর্মীর মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা ও তাঁর পরিবারের কল্যাণে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থাও রয়েছে।

অন্যদিকে, বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য জীবিকা পুনর্গঠনে আর্থিক প্রণোদনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। এসব সেবা দেশে ফিরে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে কর্মীদের সহায়তা করতে পারে। তবে সেবার সুযোগ থাকলেই তা সবার কাছে পৌঁছায় না। কোন সেবা কার জন্য প্রযোজ্য, কোথায় আবেদন করতে হবে এবং কীভাবে সেই সেবা পাওয়া যাবে–এসব বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা অত্যন্ত জরুরি।

সেবা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিদেশফেরত কর্মীদের বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ

আশিক সিদ্দিকীর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বিদেশফেরত কর্মীরা দেশে ফিরে প্রায়ই ঋণের বোঝা, দক্ষতার অভাব, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ না পাওয়া এবং নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করতে না পারার মতো সমস্যার মুখোমুখি হন। এর পাশাপাশি পারিবারিক টানাপোড়েন, সামাজিক অবমূল্যায়ন ও মানসিক চাপ তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে আরও কঠিন করে তোলে। অনেক কর্মী জানেন না যে তাঁদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কী ধরনের সেবা রয়েছে। কেউ জানেন না কোথায় কারিগরি প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়, কেউ আর্থিক সহায়তার আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত নন, আবার কেউ কর্মসংস্থান বা ব্যবসা শুরু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ সম্পর্কে জানেন না। ফলে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনেকে সময়মতো উপযুক্ত সেবার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন না।

তাঁর মতে, বিদেশফেরত কর্মীদের সহায়তার ক্ষেত্রে তাই দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ–প্রথমত, তাঁদের কাছে সেবার তথ্য পৌঁছে দেওয়া; দ্বিতীয়ত, তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা।

নেটওয়ার্কিং ও রেফারেলের মাধ্যমে সেবার সুযোগ সম্প্রসারণ

বিদেশফেরত কর্মীদের কাছে প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারের সেবা পৌঁছে দিতে নেটওয়ার্কিং, সেমিনার, মাইকিং এবং অন্যান্য প্রচার-প্রচারণার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পাশাপাশি কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রেফার করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে SDC, BRAC, BURO Bangladesh, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC), মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়।

এই রেফারেল ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদেশফেরত কর্মীদের প্রশিক্ষণ, ঋণ, জীবিকা উন্নয়ন, ব্যবসা ও কর্মসংস্থানসংক্রান্ত সেবার সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব। কারণ, একজন কর্মীর সব প্রয়োজন একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। কারও প্রয়োজন হতে পারে কারিগরি প্রশিক্ষণ, কারও প্রয়োজন আর্থিক সহায়তা নিয়ে ছোট ব্যবসা শুরু করা, আবার কারও প্রয়োজন হতে পারে আইনি পরামর্শ, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা কিংবা কর্মসংস্থানের তথ্য।

আশিক সিদ্দিকীর মতে, সেবার তথ্য প্রদান এবং রেফার করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখাও জরুরি। এতে কর্মীরা কোথায় যাবেন, কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং কীভাবে সেবা পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পান। ফলে বিদ্যমান সেবার সুযোগ আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

BILS–ILO প্রকল্পের অভিজ্ঞতা: সমন্বিত পুনরেকত্রীকরণ উদ্যোগ

BILS–ILO-এর বিদেশফেরত অভিবাসী কর্মীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই পুনরেকত্রীকরণ জন্য ট্রেড ইউনিয়নের জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আশিক সিদ্দিকী বিদেশফেরত কর্মীদের সহায়তায় ট্রেড ইউনিয়ন, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (CSO) এবং সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত ভূমিকা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেন, বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজন শনাক্ত করা, তাঁদের সেবা সম্পর্কে অবহিত করা এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে রেফার করার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর যোগাযোগব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেড ইউনিয়ন ও CSO-গুলো কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁদের সমস্যা ও প্রয়োজন চিহ্নিত করতে পারে। অন্যদিকে, প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান সেবা সম্পর্কে তথ্য দিতে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী সেবা গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে পারে।

এই সমন্বিত উদ্যোগের ফলে বিদেশফেরত কর্মীদের কাছে সেবার তথ্য পৌঁছানো, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা পাওয়ার সুযোগ বাড়ানো সম্ভব। তবে শুধু রেফার করাই যথেষ্ট নয়। কর্মী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পৌঁছেছেন কি না, প্রয়োজনীয় সেবা পেয়েছেন কি না এবং সেই সেবা তাঁর জীবিকা পুনর্গঠনে কতটা সহায়ক হয়েছে–তা অনুসরণ করাও প্রয়োজন।

ট্রেড ইউনিয়ন, CSO ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক ভূমিকা

বিদেশফেরত কর্মীদের পুনরেকত্রীকরণে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে আশিক সিদ্দিকীর অভিমত হলো, ট্রেড ইউনিয়ন সঠিক তথ্য প্রদান, শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় সেবায় রেফারেল এবং কর্মীদের অধিকার ও সুরক্ষা নিয়ে কাজ করতে পারে।

অন্যদিকে, CSO ও এনজিওগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী কাউন্সেলিং, সামাজিক সহায়তা, জীবিকা ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য, প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষতা উন্নয়ন, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করতে পারে।

তাঁর মতে, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন ও CSO-এর মধ্যে সমন্বয় থাকলেও তা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ, তথ্য বিনিময় এবং কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থা গড়ে উঠলে বিদেশফেরত কর্মীরা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা পাওয়ার পথ আরও সহজে খুঁজে পাবেন।

টেকসই পুনরেকত্রীকরণে মানসিক সুস্থতা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা

আশিক সিদ্দিকী মনে করেন, বিদেশফেরত কর্মীদের শুধু আর্থিক অনুদান বা সাময়িক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়গুলোও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

বিদেশে প্রতিকূল কর্মপরিবেশ, আর্থিক ক্ষতি, ঋণের বোঝা কিংবা প্রত্যাশা অনুযায়ী আয় করতে না পারার অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক কর্মী দেশে ফেরেন। তাঁদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী কাউন্সেলিং, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে পরিবার ও সমাজে তাঁদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের অভিজ্ঞতার প্রতি সম্মান দেখানো প্রয়োজন।

তাঁর মতে, সরকারি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে বিদেশফেরত কর্মীদের কার্যকরভাবে যুক্ত করা গেলে তাঁরা নতুন কর্মদক্ষতা অর্জন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জীবিকা গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। তবে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পুঁজি, বাজারসংযোগ, ব্যবসায়িক পরামর্শ এবং নিয়মিত ফলোআপের ব্যবস্থাও থাকা জরুরি। এসব সহায়তা সমন্বিতভাবে দেওয়া গেলে কর্মীদের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের পথ সুগম হতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারের সেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আশিক সিদ্দিকী প্রয়োজনের তুলনায় কম জনবলকে একটি উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। পর্যাপ্ত জনবল না থাকলে সেবার তথ্য প্রচার, কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ, রেফারেল এবং পরবর্তী সময়ে তাঁদের অগ্রগতি অনুসরণ করার কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

ভবিষ্যতে বিদেশফেরত কর্মীরা যেন সমাজে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারেন এবং দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন, সে লক্ষ্যে কাজ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। এ জন্য তাঁর মতে, পর্যাপ্ত জনবল নিশ্চিত করা, সেবা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় জোরদার এবং বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি জীবিকা সহায়তার সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন।

মোহাম্মদ আশিক সিদ্দিকীর অভিজ্ঞতা দেখায়, বিদেশফেরত কর্মীদের টেকসই পুনরেকত্রীকরণ নিশ্চিত করতে শুধু সেবা প্রদান নয়, বরং সঠিক তথ্য, কার্যকর রেফারেল, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং ধারাবাহিক সহায়তার সমন্বয় প্রয়োজন। BILS–ILO প্রকল্পের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন, CSO ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক ভূমিকার যে অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য বিদ্যমান সেবার সুযোগ আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ ও স্বাবলম্বী জীবন গঠনে সহায়তা করা সম্ভব।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

সেবার তথ্য সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া: বিদেশফেরত কর্মীদের বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি সেবা, যোগ্যতার শর্ত এবং আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন করা জরুরি।

কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা: ট্রেড ইউনিয়ন ও CSO ফোরাম বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজন শনাক্ত করে উপযুক্ত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদার করা: প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার, TTC, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ সেবা পাওয়ার সুযোগ বাড়াতে পারে।

প্রশিক্ষণকে টেকসই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত করা: দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থান, পুঁজি, বাজারসংযোগ ও ব্যবসায়িক পরামর্শের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মানসিক সুস্থতা ও সামাজিক মর্যাদাকে গুরুত্ব দেওয়া: প্রয়োজন অনুযায়ী কাউন্সেলিং, পারিবারিক সহায়তা এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে।

রেফারেলের পর ফলোআপ নিশ্চিত করা: কর্মী সেবা পেয়েছেন কি না এবং সেই সেবা তাঁর জীবিকা পুনর্গঠনে কতটা সহায়ক হয়েছে, তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা: পর্যাপ্ত জনবল, কার্যকর প্রচার-প্রচারণা এবং শক্তিশালী সমন্বয়ব্যবস্থা বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য মানসম্মত ও টেকসই সেবা নিশ্চিত করতে সহায়ক।







প্রতিকূল অভিজ্ঞতা থেকে নতুন স্বপ্ন: আমেনা খাতুনের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে বিদেশযাত্রা

ফরিদপুরের সদর উপজেলার ডিক্রির চর ইউনিয়নের মালডাঙ্গা গ্রামের ৩০ বছর বয়সী আমেনা খাতুন চার সদস্যের পরিবারের একজন। বিদেশ যাওয়ার আগে তিনি অন্যের বাসাবাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করতেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং নিজের একটি বাড়ি তৈরির স্বপ্ন নিয়ে ২০১৭ সালে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে তিনি কাতারে পাড়ি জমান। বিদেশে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করলেও তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল না। প্রায় সাড়ে চার বছরের প্রবাসজীবনে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, কিন্তু সেই পরিশ্রমের তুলনায় তিনি ন্যূনতম বেতন পেতেন। একসময় প্রতিকূল কর্মপরিবেশ ও কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া তাঁর জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। অবশেষে ২০২২ সালে তিনি নিজেই দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

দেশে ফিরে জীবিকার নতুন সংকট

দেশে ফেরার পর আমেনা খাতুনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় পরিবারের দৈনন্দিন খরচ মেটানো। বিদেশে কাজ করে উন্নত জীবন গড়ার যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন, দেশে ফিরে তার বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে তিনি আবারও বাসাবাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ শুরু করেন। কিন্তু এই কাজ থেকেও পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানো কঠিন হয়ে পড়ায় একপর্যায়ে তিনি কাজটি ছেড়ে দেন। ফলে তাঁর জীবিকা ও পারিবারিক আর্থিক নিরাপত্তা আরও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার পাশাপাশি আয় করার বিকল্প পথ খুঁজে বের করাও জরুরি হয়ে পড়ে।

ইউনিয়ন ফোরামের মাধ্যমে নতুন সুযোগের সন্ধান

দেশে ফিরে আমেনা খাতুন বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সহায়তার সুযোগ সম্পর্কে কিছুটা জানতেন। পরবর্তী সময়ে বিলসের বিদেশফেরত কর্মীদের পুনরেকত্রীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে যে ফোরাম গঠন করা হয়, সেখানে তিনি যুক্ত হন। এই যোগাযোগ তাঁর সামনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে। তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণেল সঙ্গে যুক্ত হন এবং জীবিকা পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পেতে শুরু করেন।

আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও আত্মবিশ্বাস অর্জন

প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার থেকে ১৩৫০০ টাকা অনুদান পান। উক্ত সেন্টার থেকে তাঁকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে পশুপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য রেফার করা হয়। বর্তমানে তাঁর গবাদিপশু লালন-পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও শেখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব উদ্যোগ তাঁকে নতুন দক্ষতা অর্জন, নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং ভবিষ্যৎ জীবিকা নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছে। যদিও তাঁর আয় এখনও প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি, তবু নিজের উদ্যোগে কিছু করার মানসিকতা এবং আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। তিনি এখন শুধু সমস্যার মধ্যে আটকে না থেকে নিজের সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

সেলাইয়ের কাজ থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা

বর্তমানে আমেনা খাতুন সেলাইয়ের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এই কাজ তাঁর আয় করার একটি সুযোগ তৈরি করেছে। তবে তাঁর সামনে এখনও দুটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে–ব্যবসার পুঁজি বাড়ানো এবং তৈরি করা পণ্য বা সেবার বাজার সম্প্রসারণ করা। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক আর্থিক সহায়তা জীবিকা শুরু করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলেও একটি উদ্যোগকে টেকসই করতে অতিরিক্ত পুঁজি, বাজারের চাহিদা সম্পর্কে ধারণা, ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ এবং নিয়মিত ব্যবসায়িক পরামর্শ প্রয়োজন হতে পারে। আমেনা এখন একটি সফল ব্যবসা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। তাঁর কাছে সাফল্য শুধু বেশি আয় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; নিজের পায়ে দাঁড়ানো, পরিবারের জন্য কিছু করতে পারা এবং নিজের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাও তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অন্যদের পরামর্শ

নিজের প্রবাসজীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা এবং দেশে ফিরে নতুন করে জীবিকা গড়ার সংগ্রাম আমেনা খাতুনকে জীবনের বিষয়ে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। এখন তিনি অন্য বিদেশফেরত কর্মীদেরও প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি তৈরি হয়েছে। তিনি অন্যদের উদ্দেশে বলেন, বিদেশ যাওয়ার আগে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও বাস্তবতা ভালোভাবে বিবেচনা করা উচিত এবং দেশে থেকেই কাজ বা ব্যবসা গড়ে তোলার সুযোগও খুঁজে দেখা প্রয়োজন।

তাঁর এই উপলব্ধি সবার জন্য বিদেশযাত্রা অনুপযুক্ত–এমন কোনো সাধারণ সিদ্ধান্ত নয়; বরং তাঁর নিজের প্রতিকূল অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া সতর্কবার্তা। নিরাপদ অভিবাসন, উপযুক্ত কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি এবং দেশে ফিরে সহায়তা পাওয়ার সুযোগ সম্পর্কে আগে থেকেই জানা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর গল্প তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘুরে দাঁড়ানোর পথে এখনও অনেকটা পথ বাকি

আমেনা খাতুনের জীবন এখনো অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি স্থিতিশীল হয়নি। তাঁর ব্যবসার পুঁজি বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং নিয়মিত আয় নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে। তবে তাঁর চিন্তাভাবনা ও আত্মবিশ্বাসে যে পরিবর্তন এসেছে, তা তাঁর সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাঁর গল্প আমাদের শেখায়, পুনরেকত্রীকরণ মানে শুধু দেশে ফিরে আসা বা এককালীন আর্থিক সহায়তা পাওয়া নয়। বরং একজন বিদেশফেরত কর্মীকে এমনভাবে সহায়তা করা প্রয়োজন, যাতে তিনি নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে টেকসই জীবিকা গড়ে তুলতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেন।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

ইউনিয়ন ফোরামের ভূমিকা: ট্রেড ইউনিয়ন-সিএসও ফোরাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিদেশফেরত কর্মী ফোরাম তাঁদের চাহিদা চিহ্নিত করা এবং সরকারি-বেসরকারি সেবার সঙ্গে যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

কার্যকর রেফারেল ও সমন্বয়: প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে রেফারেলের মাধ্যমে বিদেশফেরত কর্মীদের জীবিকা পুনর্গঠনের সুযোগ বাড়ানো সম্ভব।

টেকসই জীবিকার সহায়তা: প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পুঁজি, বাজারসংযোগ ও ব্যবসায়িক পরামর্শ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে সচেতনতা: বিদেশ যাওয়ার আগে কাজের ধরন, চুক্তি, বেতন ও কর্মপরিবেশ যাচাই করা জরুরি।

নিয়মিত ফলোআপ: বিদেশফেরত কর্মীদের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত সহায়তা নিশ্চিত করা টেকসই পুনরেকত্রীকরণে সহায়ক।











অনিশ্চয়তা থেকে নতুন জীবিকার পথে: শেখ গিয়াস উদ্দিনের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

বিদেশযাত্রা, ঝুঁকি ও দেশে ফিরে আসা

ফরিদপুরের কোতোয়ালি উপজেলার ডিক্রিরচর ইউনিয়নের মুন্সিডাঙ্গী গ্রামের ৫৪ বছর বয়সী শেখ গিয়াস উদ্দিন, পিতা শেখ হারুন আল রশিদ। বিদেশে যাওয়ার আগে তিনি মাদ্রাসার ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন এবং পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব বহন করতেন। বর্তমানে তাঁর পরিবারে সদস্য সংখ্যা তিনজন।

১৯৯৯ সালে প্রথম সৌদি আরবে যান এবং ২০০৫ সালে দেশে ফিরে আসেন। পরে ২০২৫ সালে আবার সৌদি আরবে পাড়ি জমান। তাঁর বিদেশযাত্রার পেছনে ধর্মীয় ও আর্থিক প্রয়োজনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জেদও কাজ করেছিল। এক আত্মীয় বারবার বিদেশে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েও তাঁকে না নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত নিজেই বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

সৌদি আরবে তিনি শ্রমিক হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতেন। কাজের বিনিময়ে মাসে প্রায় ৩০ হাজার টাকা আয় করতেন। তবে সেখানে গিয়ে আকামা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংক্রান্ত সমস্যায় পড়েন। বৈধ কাগজপত্রের ঘাটতির কারণে ২০২৫ সালেই তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়।

দেশে ফিরে আর্থিক সংকট ও নতুন জীবিকার সন্ধান

দেশে ফেরার পর গিয়াস উদ্দিনের হাতে নিয়মিত আয়ের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। দৈনন্দিন খরচ মেটাতে তাঁকে আত্মীয়দের সহায়তার ওপর নির্ভর করতে হয়। পরিবারের সদস্যরা এ কঠিন সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে তিনি তিন লাখ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি অটোরিকশা কেনেন। বর্তমানে অটোরিকশা চালিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করছেন। তবে ঋণ পরিশোধ করা এখনো তাঁর অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

টিইউ–CSO ফোরাম, প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার ও SDC-এর সহায়তা

দেশে ফিরে বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সরকারি-বেসরকারি সহায়তার সুযোগ সম্পর্কে গিয়াস উদ্দিনের জানা ছিল না। স্থানীয় টিইউ–CSO ফোরামের সদস্যদের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে তাঁর মতো বিদেশফেরত কর্মীদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও সেবাব্যবস্থা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাঁকে প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সেখান থেকে তিনি ১৫ দিনের পশুপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক প্রণোদনা পান। এ ছাড়া SDC থেকে দুই লাখ টাকা ঋণসহায়তা পান। এসব সহায়তা কাজে লাগিয়ে তিনি একটি গাভি কেনেন।

নতুন জীবিকা ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া

বর্তমানে গিয়াস উদ্দিন অটোরিকশা চালিয়ে আয় করছেন এবং পাশাপাশি গাভি পালন শুরু করেছেন। আগের তুলনায় তাঁর বর্তমান পরিস্থিতি ভালো। অটোরিকশা থেকে আয় এবং পশুপালনের উদ্যোগ তাঁকে দেশে থেকে জীবিকা নির্বাহের নতুন সম্ভাবনা দেখিয়েছে। তিনি এখন আর বিদেশ যাওয়ার কথা ভাবছেন না; বরং দেশে থেকেই জীবিকা গড়ে তুলতে চান।

তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, দক্ষতা উন্নয়ন, বিকল্প জীবিকার সুযোগ, সঠিক তথ্য এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগও গুরুত্বপূর্ণ। টিইউ–CSO ফোরাম এসব সেবার সঙ্গে কর্মীদের যুক্ত করতে এবং তাঁদের অগ্রগতি অনুসরণ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও অন্যদের প্রতি পরামর্শ

গিয়াস উদ্দিনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একটি গরুর খামার গড়ে তোলা। তিনি মনে করেন, বিদেশে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় তথ্য, দক্ষতা ও কাগজপত্র নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। অন্য বিদেশগামী কর্মীদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, দালালের ওপর নির্ভর করে বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়; বরং কাজ, নিয়োগকর্তা, অভিবাসন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তাঁর জীবনের এই অভিজ্ঞতা পরিবার, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং নিজের উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে। বিদেশে যাওয়ার আগে পরিবারের প্রতি দায়িত্বের কথা মনে রাখা যেমন জরুরি, তেমনি দেশে ফিরে সংকট মোকাবিলায় সঠিক তথ্য ও সহায়তার সঙ্গে যুক্ত হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

নিরাপদ ও নিয়মসম্মত অভিবাসন: বিদেশ যাওয়ার আগে নিয়োগকর্তা, কাজের শর্ত, আকামা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করতে হবে।

টিইউ–CSO ফোরামের ভূমিকা: বিদেশফেরত কর্মীদের চিহ্নিত করা, তাঁদের প্রয়োজন বোঝা এবং উপযুক্ত সরকারি-বেসরকারি সেবার সঙ্গে যুক্ত করা ফোরামের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কার্যকর রেফারেল ও ফলোআপ: প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সহায়তাকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কর্মীদের সেবাপ্রাপ্তি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

দক্ষতা ও বিকল্প জীবিকা: পশুপালন প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা ও নিজস্ব উদ্যোগের সমন্বয় দেশে জীবিকা গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি করতে পারে।

ঋণ ব্যবস্থাপনা: নতুন জীবিকা গড়ে তোলার পাশাপাশি ঋণ পরিশোধের বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা থাকা জরুরি।

পারিবারিক ও সামাজিক সহায়তা: সংকটের সময়ে পরিবার ও স্থানীয় সহায়তা ব্যবস্থা ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

টেকসই পুনরেকত্রীকরণ: সঠিক তথ্য, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, জীবিকার সুযোগ এবং ধারাবাহিক ফলোআপের সমন্বয় বিদেশফেরত কর্মীদের দীর্ঘমেয়াদি পুনরেকত্রীকরণে সহায়ক হতে পারে।







ঋণের বোঝা থেকে নতুন জীবিকার পথে: আব্দুল হাকিম আলমের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

ফরিদপুরের কোতোয়ালি উপজেলার ডিক্রিরচর ইউনিয়নের মুন্সিডাঙ্গী গ্রামের ৪৮ বছর বয়সী আব্দুল হাকিম আলম পাঁচ সদস্যের পরিবারের অন্যতম উপার্জনকারী। বিদেশে যাওয়ার আগে তিনি একটি দোকানে কাজ করতেন। বড় ভাইয়ের মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে উন্নত জীবনের আশায় সৌদি আরবে পাড়ি জমান। তাঁর স্বপ্ন ছিল আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া এবং নিজের একটি বাড়ি তৈরি করা।

উন্নত জীবনের স্বপ্ন থেকে ঋণের বোঝা

সৌদি আরবে প্রথমে একটি কাপড়ের দোকানে চাকরি করলেও পরে নিজেই একটি দোকান পরিচালনা শুরু করেন। কিন্তু দোকানের মালিকানা ও ট্রেড লাইসেন্স তাঁর নামে ছিল না। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে দোকানের সৌদি মালিক তাঁর সম্পদ আত্মসাৎ করেন। এ ঘটনায় মামলা করেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে তিনি প্রতিকার পাননি। প্রায় ২৪ লাখ টাকা ঋণের বোঝা নিয়ে তাঁকে দেশে ফিরতে হয়।

দেশে ফিরে অনিশ্চয়তা ও মানসিক সংকট

দেশে ফিরে হাকিম চরম আর্থিক সংকট, হতাশা ও মানসিক চাপের মধ্যে পড়েন। তাঁর কোনো নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা ছিল না। তিনি জানান, সেই সংকটময় সময়ে পরিবারের সমর্থন না পেলে হয়তো তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতেন। তাঁর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নতুন করে জীবিকা গড়ে তোলা এবং ঋণের বোঝা কমানো। একপর্যায়ে জমি বিক্রি করে ঋণের একটি অংশ পরিশোধ করেন। পরে এক বন্ধুর আর্থিক সহায়তায় একটি মুদি দোকান চালু করেন। এই উদ্যোগ তাঁর ঘুরে দাঁড়ানোর প্রথম পদক্ষেপ হয়ে ওঠে।

BILS I টিইউ–CSO ফোরামের মাধ্যমে সেবার সন্ধান

দেশে ফিরে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কী ধরনের সহায়তা পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে হাকিমের তেমন ধারণা ছিল না। BILS-এর একজন স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে তিনি বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য বিদ্যমান সেবা ও সহায়তার সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন। BILS আয়োজিত সভা ও কর্মশালায় অংশ নিয়ে এ বিষয়ে তাঁর সচেতনতা আরও বাড়ে। পরবর্তী সময়ে হাকিমকে প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারের সেবার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে তিনি তিন লাখ টাকা ঋণসহায়তা পান। সেবার তথ্য পাওয়া ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া তাঁর জীবিকা পরিচালনা এবং আর্থিক-ভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় সহায়ক হয়।

নতুন জীবিকা ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া

বর্তমানে হাকিম মুদি দোকান পরিচালনার পাশাপাশি পেঁয়াজ গুদামজাতকরণের ব্যবসা করছেন। এসব কাজ থেকে তাঁর মাসিক আয় প্রায় ২০ হাজার টাকা। দীর্ঘদিনের সংকটের পর নিজস্ব আয়ের পথ তৈরি হওয়ায় তিনি আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা দেখায়, বিদেশফেরত কর্মীদের পুনরেকত্রীকরণের জন্য শুধু আর্থিক সহায়তা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সঠিক তথ্য, সরকারি-বেসরকারি সেবার সঙ্গে সংযোগ এবং জীবিকা গড়ে তোলার সুযোগ।

ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ও অন্যদের প্রতি পরামর্শ

হাকিমের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন নিজের বাড়ির নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা এবং দোকানের ব্যবসা আরও বড় করা। অন্য বিদেশগামী ও বিদেশফেরত কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, বিদেশ যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, সরকারি অনুমোদন ও নিয়ম মেনে বিদেশ যেতে হবে এবং প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারের প্রশিক্ষণ ও সেবার সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

নিরাপদ ও নিয়মসম্মত অভিবাসন: বিদেশ যাওয়ার আগে কাজের ধরন, চুক্তি, ব্যবসার শর্ত ও প্রয়োজনীয় অনুমোদন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

কাগজপত্র সংরক্ষণ: বিদেশে কাজ বা ব্যবসার ক্ষেত্রে বৈধ কাগজপত্র, মালিকানা ও আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ সংরক্ষণ জরুরি।

সেবার তথ্য পৌঁছে দেওয়া: বিদেশফেরত কর্মীদের সরকারি-বেসরকারি সহায়তা সম্পর্কে জানাতে স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

টিইউ–CSO ফোরামের ভূমিকা: ট্রেড ইউনিয়ন, CSO ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মীদের প্রয়োজন চিহ্নিত করা এবং উপযুক্ত সেবার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব।

কার্যকর রেফারেল ও ফলোআপ: কর্মী সংশ্লিষ্ট সেবা পেয়েছেন কি না এবং তাঁর আরও কী সহায়তা প্রয়োজন, তা অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

জীবিকা পুনর্গঠন: কর্মীর অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা এবং বাজারসংযোগের সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন।

মানসিক ও পারিবারিক সহায়তা: সংকটের সময়ে পরিবারের সমর্থন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মানসিক সহায়তা ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

টেকসই পুনরেকত্রীকরণ: টিইউ–CSO ফোরামের নিয়মিত কার্যক্রম ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ বিদেশফেরত কর্মীদের দীর্ঘমেয়াদি পুনরেকত্রীকরণের সহায়ক হতে পারে।


BOMBAY
TANK
BOMBAY
TANK
TANK
BOMBAY
TANK
BOMBAY
Hair Code
Hair Code


BOMBAY
TANK
DON



বিদেশফেরত থেকে অটোচালক: নতুন জীবিকার পথে মোঃ খোকন মোল্লা



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

ফরিদপুরের আলিয়াবাদ ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাদীপুর গ্রামের বাসিন্দা মোঃ খোকন মোল্লা। তাঁর পিতার নাম ইউনুস মোল্লা এবং মাতার নাম সুফিয়া বেগম। পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং জীবিকার সন্ধানে তিনি ২০১৩ সালে বাহরাইনে পাড়ি জমান। বিদেশে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে তাঁকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ২০২৬ সালে দেশে ফিরে তিনি জীবিকা কীভাবে চালাবেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েন।

দেশে ফিরে জীবিকার অনিশ্চয়তা

দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে দেশে ফিরে খোকন মোল্লার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করা। কীভাবে পরিবারের প্রয়োজন মেটাবেন এবং নতুন করে জীবিকা শুরু করবেন, তা নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় ছিলেন। এ সময় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য কী ধরনের সহায়তা রয়েছে, সে সম্পর্কেও তাঁর পর্যাপ্ত ধারণা ছিল না।

BILS প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন সুযোগের সন্ধান

BILS-এর বিদেশফেরত কর্মীদের পুনরেকত্রীকরণ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর খোকন মোল্লা সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি উপলব্ধি করেন, বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য বিদ্যমান সরকারি সহায়তা সম্পর্কে জানা এবং সঠিক প্রক্রিয়ায় আবেদন করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য তাঁকে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে উৎসাহিত করে।

সরকারি সহায়তা ও নতুন জীবিকার উদ্যোগ

খোকন মোল্লা প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারে যোগাযোগ করে আবেদন করেন এবং ১৩,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পান। পাশাপাশি ঋণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দক্ষতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে (TTC) প্রশিক্ষণের বিষয়েও যোগাযোগ করেছেন। তাঁকে জানানো হয়েছে, শিগগিরই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। নিজের জীবিকা শুরু করার জন্য তিনি সাদীপুর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি থেকে ২ লাখ টাকা ঋণ নেন। সেই ঋণের অর্থ দিয়ে একটি অটো কিনে বর্তমানে অটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এ উদ্যোগ তাঁকে দেশে ফিরে নতুনভাবে আয় করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষা

খোকন মোল্লার অভিজ্ঞতা দেখায়, দেশে ফিরে জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তায় থাকলেও সঠিক তথ্য, সরকারি সেবার সঙ্গে যোগাযোগ এবং নিজের উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন পথ তৈরি করা সম্ভব। BILS এর প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি সরকারি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জেনেছেন এবং প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তবে তাঁর জীবিকাকে আরও টেকসই করতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন, ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত আয়ের ধারাবাহিকতা গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর গল্পে ট্রেড ইউনিয়ন-সিএসও ফোরাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিদেশফেরত কর্মী ফোরামের ভূমিকার গুরুত্বও ফুটে ওঠে। এসব ফোরাম বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজন চিহ্নিত করা, সরকারি সেবার তথ্য দেওয়া, কার্যকর রেফারেল এবং পরবর্তী সময়ে ফলোআপের মাধ্যমে তাঁদের টেকসই পুনরেকত্রীকরণে সহায়তা করতে পারে।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

ইউনিয়ন ফোরামের ভূমিকা: ট্রেড ইউনিয়ন-সিএসও ফোরাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিদেশফেরত কর্মী ফোরাম বিদেশফেরত কর্মীদের চাহিদা চিহ্নিত করা এবং সরকারি-বেসরকারি সেবার সঙ্গে যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সরকারি সেবা সম্পর্কে সচেতনতা: BILS প্রকল্পের মাধ্যমে খোকন মোল্লা সরকারি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জেনে প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সঠিক তথ্য বিদেশফেরত কর্মীদের সেবা পেতে সহায়তা করে।

জীবিকা পুনর্গঠনে আর্থিক সহায়তা: ১৩,৫০০ টাকা সহায়তা এবং সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে অটো কেনার মাধ্যমে খোকন মোল্লা নতুন জীবিকার সুযোগ তৈরি করেছেন। তবে ঋণ ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত আয় নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষতা উন্নয়ন ও রেফারেল: TTC-তে প্রশিক্ষণের সুযোগের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করার উদ্যোগ তাঁর দক্ষতা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে। প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবার কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন।

নিয়মিত ফলোআপ ও টেকসই পুনরেকত্রীকরণ: বিদেশফেরত কর্মীদের জীবিকার অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং অতিরিক্ত সেবার সঙ্গে সংযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। ইউনিয়ন ফোরাম ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে পারে।




DOWEDO



প্রতিকূলতা পেরিয়ে অন্যদের পাশে: লিপি বেগমের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

ফরিদপুরের আলিয়াবাদ ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গদাধরডাঙ্গী গ্রামের বাসিন্দা লিপি বেগম (৪০)। তাঁর পিতার নাম শেখ সোবাহান। দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠা লিপি বেগমের জীবনে পারিবারিক সংকট নেমে আসে যৌতুকের কারণে বিবাহবিচ্ছেদের পর। জীবিকার সন্ধানে তিনি ২০১১ সালে লেবাননে যান এবং দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে ২০২১ সালে দেশে ফিরে আসেন। পরে ২০২২ সালে আবার সৌদি আরবে যান এবং ২০২৫ সালে দেশে ফেরেন।

প্রতিকূল অভিজ্ঞতা ও নতুন উপলব্ধি

প্রবাসে উপার্জিত অর্থ স্বামী না থাকায় ভাইদের বিশ্বাস করে তাঁদের কাছে পাঠিয়েছিলেন লিপি বেগম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভাইয়েরা সেই অর্থের দায় স্বীকার করেননি। এ অভিজ্ঞতা তাঁকে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া এবং নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে শেখায়।

BILS প্রকল্পের মাধ্যমে সেবার সুযোগ সম্পর্কে জানা

দেশে ফেরার পর লিপি বেগম BILS-এর বিদেশফেরত কর্মীদের পুনরেকত্রীকরণ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হন। বিভিন্ন সভা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা, সহায়তা পাওয়ার প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় যোগাযোগের জায়গাগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন। এর ফলে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করার আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন।

আর্থিক সহায়তায় জীবিকার নতুন উদ্যোগ

প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার থেকে ১৩,৫০০ টাকা সহায়তা পেয়ে লিপি বেগম হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালন শুরু করেছেন। এ উদ্যোগ তাঁর জীবিকা গড়ে তোলার একটি নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। পাশাপাশি তিনি হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে TTC-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। লিপি বেগম শুধু নিজের জন্য সহায়তা গ্রহণ করেই থেমে থাকেননি; আরও দুজন বিদেশফেরত কর্মীকে প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার থেকে ১৩,৫০০ টাকা করে সহায়তা পেতে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর এই উদ্যোগ অন্য বিদেশফেরত কর্মীদের সরকারি সেবা সম্পর্কে জানানো এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অন্যদের সহায়তা

বর্তমানে লিপি বেগম জানেন, বিদেশে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা কোথায় যোগাযোগ করবেন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। তিনি এলাকার মানুষকে এসব বিষয়ে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারবেন বলে মনে করেন। নিজের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, সঠিক তথ্য জানা, আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং সরকারি সেবার সুযোগ কাজে লাগানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লিপি বেগমের গল্প দেখায়, ট্রেড ইউনিয়ন-সিএসও ফোরাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিদেশফেরত কর্মী ফোরামের মাধ্যমে সঠিক তথ্য, কার্যকর রেফারেল এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা গেলে বিদেশফেরত কর্মীরা নিজেদের জীবিকা পুনর্গঠনের পাশাপাশি অন্যদেরও সহায়তা করতে পারেন।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

ইউনিয়ন ফোরামের ভূমিকা: ট্রেড ইউনিয়ন-সিএসও ফোরাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিদেশফেরত কর্মী ফোরাম বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজন চিহ্নিত করা এবং সরকারি-বেসরকারি সেবার সঙ্গে যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

কার্যকর রেফারেল ও সমন্বয়: প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে বিদেশফেরত কর্মীরা আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ পেতে পারেন।

জীবিকা উন্নয়নে সমন্বিত সহায়তা: হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনের মতো উদ্যোগকে টেকসই করতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পুঁজি, বাজারসংযোগ ও নিয়মিত পরামর্শ প্রয়োজন।

নিরাপদ অভিবাসন ও আর্থিক সচেতনতা: বিদেশযাত্রার আগে সঠিক তথ্য যাচাই, আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ সংরক্ষণ এবং বিশ্বস্ত ও বৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা জরুরি।

সহায়তা থেকে অন্যকে সহায়তা: লিপি বেগমের মতো বিদেশফেরত কর্মীরা সরকারি সেবা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে অন্যদেরও সহায়তা করতে পারেন। তাঁদের এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা ও সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ বাড়ানো সম্ভব।

নিয়মিত ফলোআপ ও টেকসই পুনরেকত্রীকরণ: বিদেশফেরত কর্মীরা সহায়তা পাওয়ার পর জীবিকা কতটা এগিয়েছে এবং আর কী প্রয়োজন, তা নিয়মিত পর্যালোচনা করা জরুরি। ইউনিয়ন ফোরাম ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে সমন্বিত ভূমিকা রাখতে পারে।







প্রতিকূল অভিবাসন অভিজ্ঞতা পেরিয়ে নতুন জীবিকা: নাসিমা বেগমের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

ফরিদপুরের ডিক্রিরচর ইউনিয়নের পালডাঙ্গী গ্রামের বাসিন্দা নাসিমা বেগম (৩৮)। তাঁর বাবা শেখ সাহেব আলী। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং উন্নত জীবনের আশায় তিনি লেবাননে পাড়ি জমান। সেখানে তিন বছর কাজ করেন। তাঁর আশা ছিল, বিদেশে উপার্জন করে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবেন।

চুক্তির বাইরে অতিরিক্ত কাজ ও কম মজুরি

লেবাননে গিয়ে নাসিমার অভিজ্ঞতা প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী একটি পরিবারের বাসায় কাজ করার কথা থাকলেও তাঁকে একই ভবনের তিনটি পরিবারের বাসায় কাজ করতে হতো। অতিরিক্ত কাজের তুলনায় তাঁর মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৮,০০০ টাকা। অতিরিক্ত কাজ ও কম মজুরির কারণে তাঁর প্রবাসজীবন কঠিন হয়ে ওঠে। পরিস্থিতির উন্নতির কোনো ভালো বিকল্প না পেয়ে ২০২২ সালে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে জীবিকার অনিশ্চয়তা

দেশে ফিরে নাসিমা অমানবিক কর্মপরিবেশ থেকে মুক্তি পেলেও পরিবারের খরচ মেটানোর জন্য নতুন করে আয়ের ব্যবস্থা করা তাঁর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশে কাজের তিক্ত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি দেশে কীভাবে জীবিকা গড়ে তুলবেন, সেই অনিশ্চয়তাও তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়। তাঁর প্রয়োজন ছিল এমন একটি সুযোগ, যার মাধ্যমে নিজের দক্ষতা ও সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে আয় করতে পারবেন।

BILS প্রকল্পের মাধ্যমে সেবার সুযোগ সম্পর্কে জানা

২০২৬ সালের এপ্রিলে বিদেশফেরত কর্মীদের পুনরেকত্রীকরণ বিষয়ক প্রকল্পের মাধ্যমে নাসিমা বেগমের সঙ্গে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের-BILS এর স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে যোগাযোগ হয়। প্রকল্পের সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশ নিয়ে তিনি বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য বিদ্যমান সহায়তা এবং সংশ্লিষ্ট সেবা পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন। এই যোগাযোগ তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করে।

আর্থিক সহায়তায় নতুন জীবিকার সূচনা

২০২৬ সালের জুন মাসে নাসিমা ফরিদপুরের প্রবাসী কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৩,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পান। এই সহায়তা তাঁর জীবিকা পুনর্গঠনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ

পদক্ষেপ। বর্তমানে তিনি নিজের এলাকায় একটি চায়ের দোকান পরিচালনা করছেন। ক্ষুদ্র এই উদ্যোগের মাধ্যমে তিনি স্বনিয়োজিত হয়ে আয় করার সুযোগ তৈরি করেছেন এবং নিজের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করছেন।

ভবিষ্যতের পথে নাসিমার প্রত্যাশা

নাসিমার জীবিকা পুনর্গঠনের যাত্রা এখনও চলমান। তাঁর চায়ের দোকানকে আরও টেকসই করতে নিয়মিত আয়, প্রয়োজনীয় পুঁজি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অভিজ্ঞতা দেখায়, বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সঠিক তথ্য, কার্যকর রেফারেল এবং সময়োপযোগী সহায়তা নিশ্চিত করা গেলে তাঁরা দেশে ফিরে নতুন করে জীবিকা শুরু করার সুযোগ পেতে পারেন।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

ট্রেড ইউনিয়ন-সিএসও ফোরাম ও ইউনিয়ন ফোরামের ভূমিকা: বিদেশফেরত কর্মীদের চাহিদা চিহ্নিত করা, সঠিক তথ্য দেওয়া এবং সরকারি-বেসরকারি সেবার সঙ্গে যুক্ত করতে এসব ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

কার্যকর রেফারেল ও সমন্বিত সহায়তা: নাসিমার প্রবাসী কল্যাণ কেন্দ্র থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার অভিজ্ঞতা দেখায়, সঠিক তথ্য ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ বিদেশফেরত কর্মীদের জীবিকা পুনর্গঠনে সহায়ক হতে পারে।

টেকসই জীবিকার সুযোগ: ক্ষুদ্র ব্যবসা বিদেশফেরত কর্মীদের স্বনিয়োজিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে। তবে ব্যবসা টেকসই করতে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি পুঁজি, বাজারসংযোগ ও নিয়মিত পরামর্শ প্রয়োজন।

নিরাপদ অভিবাসন ও শ্রম অধিকার: বিদেশ যাওয়ার আগে কাজের চুক্তি, বেতন, কর্মঘণ্টা ও দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। চুক্তির শর্ত লঙ্ঘিত হলে কোথায় অভিযোগ বা সহায়তা পাওয়া যায়, সে সম্পর্কেও জানা প্রয়োজন।

নিয়মিত ফলোআপ ও টেকসই পুনরেকত্রীকরণ: এককালীন সহায়তার পাশাপাশি জীবিকার অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ এবং অতিরিক্ত সেবার সঙ্গে সংযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। ইউনিয়ন ফোরাম ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।






ফ্রেশ স্বাদ
ফ্রেশ চা'র একসাথে



প্রতিকূলতা পেরিয়ে আত্মবিশ্বাসী জীবনের পথে: সালমা আক্তারের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

পরিবারের দায়িত্ব থেকে বিদেশযাত্রা

সালমা আক্তার (৩৮), স্বামী ফরহাদ শেখ। তিনি ফরিদপুর সদর উপজেলার আলিয়াবাদ ইউনিয়নের আলিয়াবাদ গ্রামের বাসিন্দা। ছয় সদস্যের একটি পরিবারের দায়িত্ব ও স্বপ্ন নিয়ে তিনি জীবনযাপন করছিলেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনের ব্যক্তি ছিলেন তাঁর স্বামী। সংসারে সবসময় দু:খ-কষ্ট লেগেই থাকতো। সংসারের অভাব দূর করা এবং পরিবারের জন্য একটি স্বচ্ছল জীবন নিশ্চিত করার আশায় ২০২১ সালে তিনি গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে সৌদি আরবে পাড়ি জমান। বিদেশ যাওয়ার জন্য তিনি একজন দালালকে ৪০ হাজার টাকা দেন।

সৌদি আরবে তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ছিল মোটামুটি ভালো। নিয়োগকর্তার সহযোগিতায় তিনি প্রায় দুই বছর সেখানে কাজ করেন এবং নিয়মিত বেতনও পান। কিন্তু দুই বছর পর নিয়োগকর্তার অপারগতার কারণে তাঁকে ২০২৩ সালে দেশে ফিরে আসতে হয়। বিদেশে কাজের মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি যাত্রা করেছিলেন, দেশে ফেরার পর সেই স্বপ্ন নতুন অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে।

দেশে ফিরে নতুন সংকটের মুখোমুখি

দেশে ফিরে সালমা আক্তার বুঝতে পারেন, বিদেশে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেও নিজের এলাকায় নতুন করে জীবিকা শুরু করা সহজ নয়। পরিবারের দৈনন্দিন ব্যয় মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে তিনি স্থানীয় বাসাবাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ শুরু করেন। তবে এই আয় দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মেটানো এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা ছিল কঠিন। একই সঙ্গে বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কী ধরনের সহায়তা রয়েছে, কোথায় যোগাযোগ করতে হবে এবং কিভাবে সেই সেবা পাওয়া যায়, এসব বিষয়ে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। এভাবেই চলতে থাকে সালমার কষ্টের জীবন।

একটি সংযোগ, পরিবর্তনের নতুন সম্ভাবনা

সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যেই একদিন সালমা আক্তার জানতে পারেন, বিলস বিদেশফেরত শ্রমিকদের নিয়ে একটি ফোরাম গঠন করবে। সালমা সেই ফোরামে অন্তর্ভূক্ত হন। তারপর তিনি বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা থেকে বিদেশ ফেরত কর্মীদের জন্য বিদ্যমান বিভিন্ন সহায়তা ও সেবা সম্পর্কে জানতে পারেন। এই সংযোগ সালমা আক্তারের সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। এতদিন তিনি জানতেন না যে তাঁর মতো বিদেশফেরত কর্মীদের জীবিকা পুনর্গঠন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা নেওয়ার সুয়োগ রয়েছে। বিলসের সাথে যুক্ত হওয়ার পর তিনি ধীরে ধীরে

নিজের পরিস্থিতি নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে শুরু করেন। শুধু দৈনিক মজুরির কাজের উপর নির্ভর না করে নিজের উদ্যোগ আয় করার সম্ভাবনাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হতে থাকে।

প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও জীবিকা পুনর্গঠনে সহায়তা

সালমা আক্তার প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করে তের হাজার পাঁচশত টাকার অনুদান সহায়তা পান। মানবিক মনোবল পুনরুদ্ধারে প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার থেকে কাউন্সেলিং সেবাও গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর থেকে গবাদি পশুপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই সহায়তাগুলো তাঁকে শুধু আর্থিক সহযোগিতা দেয়নি; বরং নিজের সামর্থ্য, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ তৈরী করে দেয়।

সহায়তা থেকে উদ্যোগ: নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা

অর্থ সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পর সালমা আক্তার নিজের আয় বাড়ানোর জন্য একটি চায়ের দোকান চালুর সিদ্ধান্ত নেন। আগে যেখানে জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁকে অন্যের বাসায় কাজ করতে হতো, সেখানে তিনি এখন নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে আয় করার পথে এগিয়ে যান। তাঁর এই উদ্যোগের মাধ্যমে জীবিকা পুনর্গঠনের একটি নতুন পথ তৈরী হয়। নিজের কাজ ও আয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে পরিবারের প্রয়োজন মেটানো এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রেও তিনি নতুন করে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। সালমা আক্তারের এই পরিবর্তন শুধু পেশা পরিবর্তনের গল্প নয়। এটি একজন বিদেশফেরত নারীর নিজের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার গল্প।

অভিজ্ঞতা থেকে অন্যদের পাশে দাঁড়ানোর প্রেরণা

নিজের জীবনের প্রতিকূলতা ও ঘুরে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে সালমা আক্তার এখন অন্যদেরও উৎসাহিত করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, কঠিন পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে পড়ার পরিবর্তে ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা খুঁজে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন-

"জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আশা হারানো যাবে না;

ধৈর্য ধরে কঠোর পরিশ্রম করলে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব।"

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও শেষ কথা

সালমা আক্তার তাঁর চায়ের ব্যবসা আরও সম্প্রসারণ করতে চান। পাশাপাশি গবাদিপশুপালন করে পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরো উদ্যোগ গ্রহণ করতে চান। তাঁর ভবিষ্যৎ আকাঙ্খা হলো নিজের ব্যবসাকে আরও শক্তিশালী করা এবং সম্ভব হলে অন্যদের জন্যও ছোট-খাটো কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা এবং ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগকে আরো ছড়িয়ে দেয়া।

সালমা আক্তারের গল্প তাই শুধু সংকট থেকে উত্তরণের গল্প নয়; এটি সঠিক তথ্য, প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ কীভাবে একজন বিদেশফেরত কর্মীর সামনে নতুন সম্ভাবনা তৈরী করতে পারে, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

ট্রেড ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ফোরামের ভূমিকা: বিদেশফেরত কর্মীদের শনাক্ত করা, তাঁদের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করতে ট্রেড ইউনিয়ন-সিএসও ও ইউনিয়ন ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

কার্যকর রেফারেল ও সমন্বিত সহায়তা: বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, আইনি পরামর্শ, কাউন্সেলিং ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবার সঙ্গে যুক্ত করা এবং সেবা প্রাপ্তির অগ্রগতি অনুসরণ করা জরুরি।

দক্ষতা উন্নয়ন ও জীবিকার সুযোগ: পশুপালনসহ স্থানীয় বাজারের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং ব্যবসা শুরু করার প্রয়োজনীয় সহায়তা বিদেশফেরত কর্মীদের বিকল্প জীবিকা গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে।

মানসিক সুস্থতা ও আত্মবিশ্বাস: দেশে ফিরে আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা কর্মীদের মানসিক সুস্থতা ও আত্মবিশ্বাস পুনর্গঠনে কাউন্সেলিং, সামাজিক সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা: প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা ও ব্যবসায়িক পরামর্শের সমন্বয় নারীদের নিজস্ব আয়ের পথ তৈরি করতে এবং পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তায় অবদান রাখতে সাহায্য করতে পারে।

ধারাবাহিক ফলোআপ ও টেকসই পুনরেকত্রীকরণ: রেফারেল ও প্রশিক্ষণের পর কর্মীরা জীবিকা শুরু করতে পেরেছেন কি না, ব্যবসা সম্প্রসারণে কী বাধা রয়েছে এবং তাঁদের আর কী সহায়তা প্রয়োজন–তা ইউনিয়ন ফোরাম ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়মিত অনুসরণ করা প্রয়োজন।





অসুস্থতা থেকে নতুন জীবিকার পথে: ইউসুফ হাসানের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

ফরিদপুরের কোতোয়ালি উপজেলার ডিক্রিরচর ইউনিয়নের তোয়িজ উদ্দিন মাদবর ডাঙ্গী গ্রামের ৪৬ বছর বয়সী ইউসুফ হাসান এইচএসসি পাস। আট সদস্যের পরিবারের দায়িত্ব তাঁর ওপর। বিদেশে যাওয়ার আগে তিনি মুদি দোকান পরিচালনা করতেন। নদীভাঙনে সব হারিয়ে জীবিকার তাগিদে ২০০৬ সালে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে কুয়েতে পাড়ি জমান। তাঁর স্বপ্ন ছিল পরিবারের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। কুয়েতে তিনি দরজা তৈরির ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করতেন। কাজের তুলনায় বেতন ভালো ছিল এবং তাঁর কর্মজীবনও ভালো চলছিল। কিন্তু ২০২০ সালে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানে বেশ কিছুদিন চিকিৎসা নেওয়ার পর শারীরিক অবস্থার কারণে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

দেশে ফিরে চিকিৎসা ও জীবিকার সংকট

দেশে ফিরে ইউসুফের প্রধান প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় চিকিৎসা নেওয়া এবং সুস্থ হয়ে ওঠা। এ সময়ে তাঁর পরিবার পাশে ছিল এবং নিজের সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে দৈনন্দিন খরচ ও চিকিৎসা চালিয়ে নেন। তবে অসুস্থতার কারণে আগের মতো কাজ করতে না পারায় পরিবারের আয় ও জীবিকায় প্রভাব পড়ে। দেশে ফেরার প্রায় তিন বছর পর তিনি ফ্লেক্সিলোডের দোকান চালু করেন। ধীরে ধীরে দোকানটিই তাঁর দৈনন্দিন খরচ মেটানোর প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে। অসুস্থতা কাটিয়ে নতুনভাবে জীবিকা গড়ে তোলা ছিল তাঁর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

BILS ও টিইউ–CSO ফোরামের মাধ্যমে সেবার সঙ্গে সংযোগ

দেশে ফিরে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কী ধরনের সহায়তা পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে ইউসুফের জানা ছিল না। BILS-এর একজন স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে তিনি প্রথম জানতে পারেন যে বিদেশফেরত কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও সহায়তা পেতে পারেন। তিনি বিলসের বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং সরকারি বেসরকারি সেবা সম্পর্কে জানতে পারেন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারে রেফার করা হয় টিইউ-সিএসও ফোরামের মাধ্যমে। তিনি সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্রও পান, যা তাঁর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করে।

নতুন উদ্যোগে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া

প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ইউসুফ নিজের জীবিকা বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। বর্তমানে তিনি ফ্লেক্সিলোড ও বিকাশের দোকান পরিচালনার পাশাপাশি

ছাগল পালন করছেন। দোকানের আয় তাঁর দৈনন্দিন খরচ মেটাতে সহায়তা করছে, আর ছাগল পালন ভবিষ্যতে আয়ের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে। অসুস্থতা, দেশে ফিরে আসা এবং নতুনভাবে জীবিকা গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে বড় পরিবর্তন এনেছে। অতীতের কঠিন সময়ের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করে তিনি নিজেকে এখন আরও আত্মবিশ্বাসী মনে করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা দেখায়, উপযুক্ত সেবা সম্পর্কে তথ্য, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং নিজের উদ্যোগের সমন্বয় বিদেশফেরত কর্মীদের পুনরেকত্রীকরণে সহায়ক হতে পারে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও অন্যদের প্রতি পরামর্শ

ইউসুফের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একটি পশুপালন খামার গড়ে তোলা এবং তাঁর দোকানটি আরও বড় পরিসরে পরিচালনা করা। অন্য বিদেশফেরত কর্মীদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্যের জন্য প্রবাসী কল্যাণ সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল অসুস্থ হয়ে পড়া এবং দেশে ফিরে সুস্থ হওয়ার পাশাপাশি নতুন জীবিকার পথ খুঁজে নেওয়া। ধীরে ধীরে দোকান চালু করা এবং ছাগল পালন শুরু করা তাঁর জীবনে পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তাঁর গল্পের মূল বার্তা হলো, পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, থেমে থাকলে চলবে না–পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

বিদেশফেরত কর্মীদের তথ্যপ্রাপ্তি: সরকারি-বেসরকারি সহায়তা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া জরুরি।

টিইউ–CSO ফোরামের ভূমিকা: স্থানীয় পর্যায়ে বিদেশফেরত কর্মীদের চিহ্নিত করা, তাঁদের প্রয়োজন বোঝা এবং উপযুক্ত সেবার সঙ্গে যুক্ত করতে ফোরাম কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

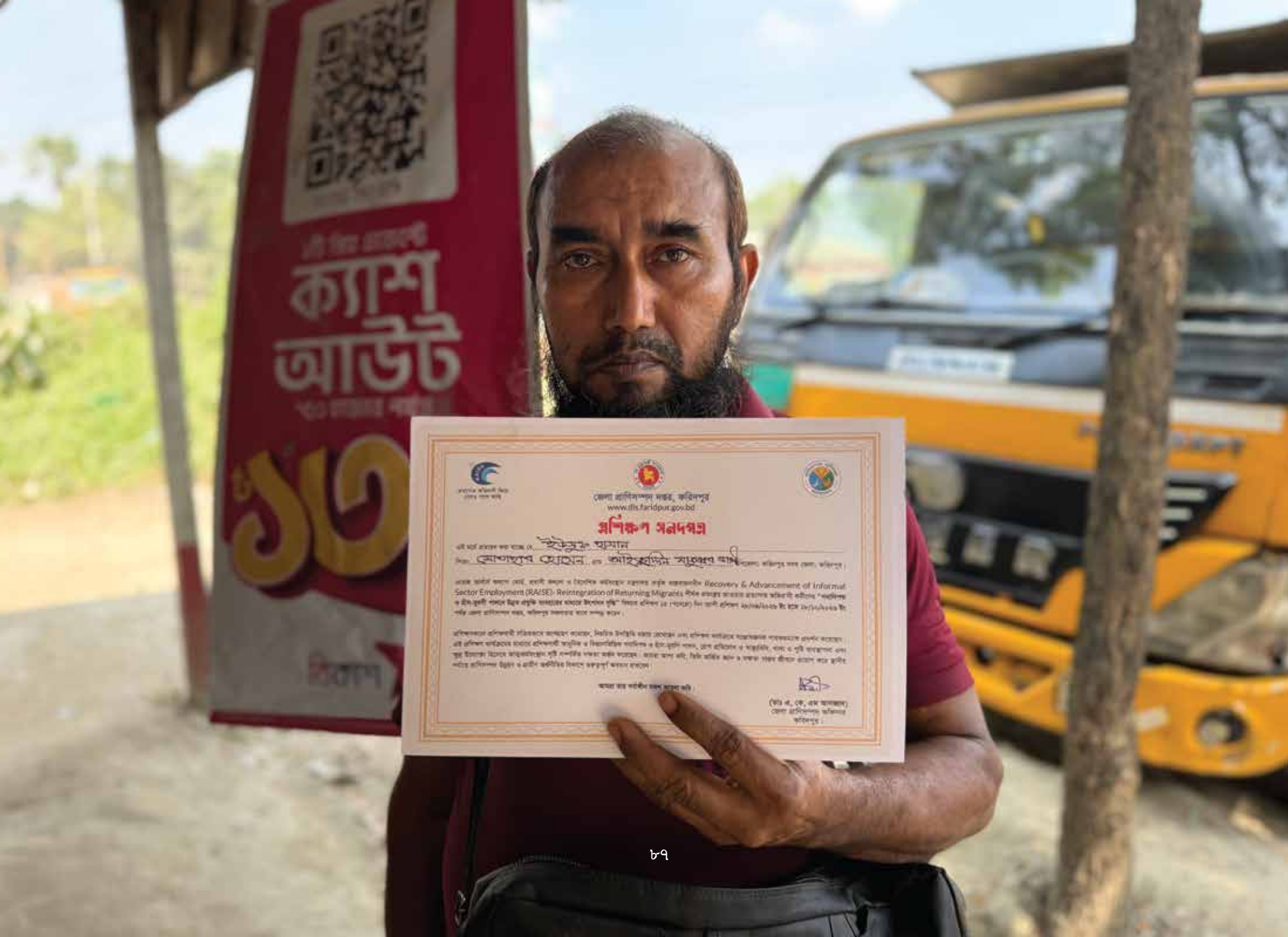
কার্যকর রেফারেল ও ফলোআপ: প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার, সমাজকল্যাণ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী কর্মীদের অন্তর্ভুক্তি: তাঁদের চিকিৎসা, সামাজিক সুরক্ষা ও জীবিকা-সহায়তার প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে সেবা নিশ্চিত করা জরুরি।

বিকল্প জীবিকার সুযোগ: শারীরিক সক্ষমতা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ছোট ব্যবসা বা পশুপালনের মতো উদ্যোগ নতুন আয়ের পথ তৈরি করতে পারে।

আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়: প্রতিকূলতার মধ্যেও উদ্যোগ গ্রহণ এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে চলা পুনরেকত্রীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

টেকসই পুনরেকত্রীকরণ: সেবার তথ্য, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ এবং নিয়মিত ফলোআপের সমন্বয় বিদেশফেরত কর্মীদের দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনে সহায়ক হতে পারে।


ক্যাশ
আউট
জেলা প্রশিক্ষণ সংস্থা, ফরিদপুর
www.dls.faridpur.gov.bd
প্রশিক্ষণ সনদপত্র
ইউসুফ গাজান
মোশাররফ হোসেন
আইয়ুদ্দিন মাতুব্বর


ক্যাশ
আউট



সমন্বিত সহায়তা, কার্যকর রেফারেল ও কার্যকর পুনরেকত্রীকরণ: এ. এন. এম. ফজলুল হাদি সাব্বিরের অভিজ্ঞতা

এ. এন. এম. ফজলুল হাদি সাব্বির
নির্বাহী পরিচালক, Beneficiary Friendship Forum (BFF), ফরিদপুর
আহ্বায়ক, wUBD–CSO ফোরাম, ফরিদপুর



ফিরে এসে ঘুরে দাঁড়ানো

বিদেশফেরত কর্মীদের পুনরেকত্রীকরণে BFF-এর ভূমিকা

বিদেশফেরত কর্মীদের নতুন করে জীবন শুরু করতে শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, প্রয়োজন সঠিক তথ্য, পরামর্শ, কাউন্সেলিং, দক্ষতা উন্নয়ন, জীবিকার সুযোগ এবং সরকারি-বেসরকারি সেবার সঙ্গে সংযোগ। BFF-এর নির্বাহী পরিচালক এ. এন. এম. ফজলুল হাদি সাব্বিরের মতে, বিশেষ করে বিদেশে প্রতারণা বা প্রতিকূলতার শিকার হয়ে ফেরা কর্মীদের জন্য সমন্বিত ও ধারাবাহিক সহায়তা জরুরি। BFF সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা প্রদান করে। বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের সহায়তাও প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের অংশ।

বিদেশফেরত কর্মীদের সংকট ও প্রয়োজন

সাব্বিরের অভিজ্ঞতায়, কেউ বিদেশে কাজ করে সফলভাবে ফিরলেও অনেকে প্রতারণা, ব্যর্থতা ও নানা প্রতিকূলতার অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফেরেন। তাঁদের অনেকের নিয়মিত আয় থাকে না, দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, ঋণ পরিশোধের চাপ থাকে এবং পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। কেউ কেউ মানসিক চাপ ও ট্রমার মধ্যেও থাকেন। অনেক কর্মী প্রয়োজনীয় সেবা কোথায় পাওয়া যায়, তা জানেন না। তাই তাঁদের আর্থিক ও মানসিক অবস্থা, পারিবারিক পরিস্থিতি এবং জীবিকার প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে উপযুক্ত সেবার সঙ্গে যুক্ত করা জরুরি।

স্বেচ্ছাসেবক ও মাঠপর্যায়ের ফোরামের ভূমিকা

BFF-এর স্বেচ্ছাসেবক, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ফোরামের সদস্যরা বিদেশফেরত কর্মীদের শনাক্ত করা এবং তাঁদের কাছে পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। অন্য প্রতিষ্ঠানের রেফারেলের মাধ্যমেও কর্মীরা BFF-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

সাব্বির টিইউ–CSO ফোরামের আহ্বায়ক হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন ও সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা জোরদারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ পান। আহ্বায়ক হিসেবে তাঁর ভূমিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে উৎসাহিত করা, বিদেশফেরত কর্মীদের সমস্যা ও প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেওয়া এবং সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরা।

তাঁর মতে, মাঠপর্যায়ের ফোরাম বিদেশফেরত কর্মীদের সমস্যা চিহ্নিত করা, সেবা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে রেফার করার কার্যকর

মাধ্যম। ফোরাম সক্রিয় থাকলে কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সেবার সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ বাড়ে।

কার্যকর রেফারেল, সেবা ও ফলোআপ

BILS–ILO প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি রেফারেল ব্যবস্থা এবং সরকারি সেবার কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। টিইউ–CSO ফোরামের আহ্বায়ক হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের গুরুত্বও তাঁর কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। ট্রেড ইউনিয়ন, CSO ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ থাকলে কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা খুঁজে পাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সহজ হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন, CSO ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত ভূমিকা

সাব্বিরের মতে, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সঠিক তথ্য ও পরামর্শ প্রদান, রেফারেল এবং অধিকার সুরক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে। CSO ও এনজিও সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সেলিং এবং কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুযোগের সঙ্গে কর্মীদের যুক্ত করতে পারে। অন্যদিকে, সরকারি প্রতিষ্ঠান দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা সহায়তা এবং আর্থিক ও সামাজিক সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ।

টিইউ–CSO ফোরামের আহ্বায়ক হিসেবে সাব্বিরের ভূমিকা হলো এসব পক্ষের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা এবং বিদেশফেরত কর্মীদের সেবা প্রাপ্তিতে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা। তাঁর মতে, নিয়মিত তথ্য বিনিময়, পারস্পরিক সহযোগিতা ও কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন, যাতে কর্মীরা ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় সহায়তা পান।

সংকটে থাকা নারী অভিবাসীদের পাশে দাঁড়ানো

সাব্বির জানান, বিদেশে দীর্ঘদিন আটকে থাকা একজন নারী অভিবাসীকে শনাক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগেও তাঁর প্রতিষ্ঠান সহায়তা করেছে। এ অভিজ্ঞতা দেখায়, মানবিক সহায়তা কখনো কখনো বিদেশে সংকটে থাকা কর্মীদের শনাক্তকরণ ও দেশে ফেরার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার মধ্যেও বিস্তৃত হয়।

বিশেষ করে নারী অভিবাসীদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, মানসিক সুস্থতা, সামাজিক পরিস্থিতি এবং দেশে ফেরার পর জীবিকার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

কাউন্সেলিং, জীবিকা ও আর্থিক সহায়তার গুরুত্ব

সাব্বিরের মতে, পুনরেকত্রীকরণে কাউন্সেলিং, আর্থিক সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের তথ্য এবং জীবিকা গড়ে তোলার পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ। কর্মীদের নিজস্ব সক্ষমতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দিতে হবে। তাৎক্ষণিক সহায়তার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি জীবিকা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার বিষয়টিও গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজন।

অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা ও প্রকল্প-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ

BFF-এর অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাব। ফলে সব কর্মীর চাহিদা অনুযায়ী সেবা দেওয়া এবং প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও সহায়তা অব্যাহত রাখা কঠিন হয়।

সাব্বিরের মতে, সেবা কার্যক্রম টেকসই করতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন, সৎ ও দায়িত্বশীল জনবল, কার্যকর রেফারেল নেটওয়ার্ক এবং প্রকল্প-পরবর্তী সহায়তার পরিকল্পনা প্রয়োজন। পাশাপাশি টিইউ–CSO ফোরাম ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা জরুরি, যাতে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও কর্মীরা প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবার সন্ধান পেতে পারেন।

ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

সাব্বির সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাড়ানো, মানসিক সহায়তা সম্প্রসারণ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেন। টিইউ–CSO ফোরামের আহ্বায়ক হিসেবে সমন্বিত উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়া, মাঠপর্যায়ের ফোরামগুলোকে সক্রিয় রাখা এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা এ লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, বিদেশফেরত কর্মীদের টেকসই পুনরেকত্রীকরণের জন্য একক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। কার্যকর রেফারেল, মানবিক সহায়তা, জীবিকার সুযোগ এবং ট্রেড ইউনিয়ন, CSO ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ কর্মীদের মর্যাদাপূর্ণ ও স্বাবলম্বী জীবন গঠনে সহায়ক হতে পারে।

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

বিদেশফেরত কর্মীদের প্রয়োজনভিত্তিক সহায়তা: আর্থিক, সামাজিক, মানসিক ও কর্মসংস্থানসংক্রান্ত প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত সেবা দিতে হবে।

ফোরামের আহ্বায়কের সমন্বয়মূলক ভূমিকা: সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ, সহযোগিতা ও সমন্বিত উদ্যোগ এগিয়ে নিতে আহ্বায়কের সক্রিয় ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

মাঠপর্যায়ের ফোরামের কার্যকর ভূমিকা: কর্মীদের শনাক্তকরণ, তথ্য প্রদান ও প্রয়োজনীয় সেবায় সংযুক্ত করতে ফোরাম ও স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় রাখতে হবে।

রেফারেলের সঙ্গে ফলোআপ: বিদেশফেরত কর্মীরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা পেয়েছেন কি না, তা অনুসরণ করতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন –CSO– সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়: নিয়মিত তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতার মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তির সুযোগ বাড়াতে হবে।

নারী অভিবাসীদের মানবিক সহায়তা: বিদেশে সংকটে থাকা নারী অভিবাসীদের শনাক্তকরণ, দেশে ফেরার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা ও পরবর্তী পুনঃএকত্রীকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মানসিক সুস্থতা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা: কাউন্সেলিং, দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থিক পরামর্শ ও জীবিকার সুযোগকে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রকল্প-পরবর্তী সেবার ধারাবাহিকতা: পর্যাপ্ত অর্থায়ন, দায়িত্বশীল জনবল, কার্যকর ফোরাম ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে সেবা অব্যাহত রাখতে হবে।




Meeting with Union Level Returnee Migrant Workers
on Reintegration Ser S and Referral Mechanism
Enhancing Knowledge and C ities of Trade Unions for Inclusive
and Sustainable Reintep of Returnee Migrant Workers
Societ ttee (SDC), Faridpur
Organiz y: Bang
of Labour St - BILS